# গীতাঞ্জলি

# *Geetanjali*

## *Song Offerings*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Rabindranath Tagore

SNLTR

Society for Natural Language Technology Research

প্রকাশক
ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ
মডিউল ১৩০, এসডিএফ বিল্ডিং
সল্ট লেক, সেক্টর – ৫
কলকাতা ৭০০ ০৯১
দূরভাষ ৯১ ৩৩ ৬৫৩৩২২২৩
ফ্যাক্স ৯১ ৩৩ ২৩৫৭৬৪৫৪
ই-মেল info@nltr.org
ওয়েবসাইট www.nltr.org

কপিরাইট : ২০১৩। ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই বৈদ্যুতিন সংস্করণের কোনরকম অবৈধ কপি, নকল, ভাড়া দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

Published by
Society for Natural Language Technology Research
Module 130, SDF Building,
Salt Lake, Sector - V,
Kolkata 700 091
Phone: +91 33 65332223
Fax: +91 33 23576454
E-mail: info@nltr.org
Website: www.nltr.org

© 2013. Society for Natural Language Technology Research. All rights are reserved. Unauthorized copying, duplication or rental of this electronic edition is a major violation of applicable existing laws.

# প্রাক্‌কথন

২০১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির একশো বছর পূর্ণ হল। *গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস* বইটির জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি এই বইটি প্রকাশ করে ১৯১২ সালের পয়লা নভেম্বর। পরের বছর ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি বইটি প্রকাশ করে। ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা *গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস* বইটির প্রথম দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও বাংলা) বৈদ্যুতিন সংস্করণ প্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির শতবর্ষে ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদের এটি একটি বিনম্র নিবেদন।

# Preface

The year 2013 marks the centenary of Rabindranath Tagore's winning the Nobel Prize for literature for his book *Gitanjali: Song Offerings*. The book was first published on November 1, 1912 by India Society, London. In the following year *Gitanjali: Song Offerings* was published by Macmillan and Company. Society for Natural language Technology Research, Kolkata is pleased to release the first bilingual (English and Bangla) e-book edition of *Gitanjali: Song Offerings*. This is a humble tribute of SNLTR to comemorate the historic event of Tagore's winning the Nobel Prize.

# দুই গীতাঞ্জলি

পবিত্র সরকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলি* দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। একটি শুধুই *গীতাঞ্জলি*, বাংলায়; আরেকটি ইংরেজিতে *গীতাঞ্জলি: সং অফারিংস*। বাংলা *গীতাঞ্জলি* বেরোয় ৩১ শ্রাবণ, ১৩১৭ সালে, ইংরেজি ১৯১০-এর আগস্টের মাঝামাঝি। আর ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* মুদ্রিত হয় লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে, ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর।

## দুটি আলাদা বই

দুটি বই। একটি বাংলা, একটি ইংরেজি। একটি আর-একটির হুবহু অনুবাদ নয়, তবু নাম অংশত এক। একটি শুধুই *গীতাঞ্জলি* আর-একটি ইংরেজিতেও *গীতাঞ্জলি*, কিন্তু তার একটি উপনামও ছিল, প্রায় অনুবাদই সেটা—*সং অফারিংস* । বাংলা *গীতাঞ্জলি* বেরোয় ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসের শেষে (৩১ শ্রাবণ, ১৩১৭), ইংরেজি ১৯১০-এর আগস্টের মাঝামাঝি। আর ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* মুদ্রিত হয় লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে, ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর। দুটি বই শারীরিকভাবে আলাদা, ভাষা আলাদা, প্রকাশকালের মধ্যে দুই বছরের একটু বেশি ব্যবধান। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, বাঙালির চেতনায় এ দুটি বই যেন একই কক্ষে স্থান করে নিয়েছে। যে *গীতাঞ্জলি* নোবেল পুরস্কার পেল, তা বাংলা বইটি নয়, সেটি ইংরেজি *গীতাঞ্জলি: সং অফারিংস*। তা সত্ত্বেও বাঙালির প্রতিদিনকার বাক্যালাপে, শিশু ও ছাত্রপাঠ্য রচনা বইয়ে চটজলদি লিখে ফেলা সংবাদ নিবন্ধে, এই লোকশ্রুতি বারবার প্রচারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি* লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কোন্ *গীতাঞ্জলি*, তা নির্দিষ্ট করা হয় না, বড়জোর বলা হয় যে *গীতাঞ্জলি*-র ইংরেজি অনুবাদ করে ওই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। কেন জানি না, এই আবেগবিন্দুতে পৌঁছে বাঙালির জিজ্ঞাসা সুনির্দিষ্ট তথ্যকে ছুঁতে চায় না, অপ্রাসঙ্গিকবোধে তুচ্ছ করে বা এড়িয়ে যেতে চায়।

অথচ বিশেষজ্ঞরা জানেন, দুটি বই নানা দিক থেকে পৃথক। কতকগুলো মামুলি তুলনার প্রসঙ্গ এনে জানানো যায়, প্রথমটির ভাষা বাংলা, দ্বিতীয়টির ইংরেজি। প্রথমটিতে ছন্দমিলযুক্ত কবিতা, দ্বিতীয়টিতে গদ্যছন্দের একমাত্রিক প্রয়োগ। প্রথমটিতে ১৫৭টি কবিতা বা গান, যার মাত্র ৫৩টির অনুবাদ দ্বিতীয়টিতে আছে। দ্বিতীয়টিতে কবিতা সুরহীন, তার সংখ্যা ১০৩। তাতে আর যেসব বই থেকে অনুবাদ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আছে *নৈবেদ্য* থেকে ১৫টি (এ বইয়ের ৮৯-৯০ সংখ্যক দুটি কবিতাকে একটি কবিতা হিসেবে অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র ৯৫ নম্বর কবিতা), *গীতিমাল্য* থেকে ১৬টি, *খেয়া* থেকে ১১টি, *শিশু* থেকে তিনটি, *অচলায়তন, চৈতালি, কল্পনা, উৎসর্গ, স্মরণ* থেকে একটি করে।

## আলাদা, তবুও এক

দুটি বই আলাদা, তবু দুটি বই এক। এর কারণ শুধু গণিতের হিসাব নয়, অর্থাৎ বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র মোট ৫৩টি গান ইংরেজিতে স্থান পেয়েছে বলে নয়। দুটিরই মূল কথা এক ধরনের পূজা ও আত্মনিবেদন। কাকে পূজা, কার কাছে আত্মনিবেদন? একজন ‘ঈশ্বর’কে, একজন ঈশ্বরের কাছে। কে রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বর।

এ নিয়ে অনেক পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতাপূর্ণ গবেষণা হয়েছে, আমরা আর সে পথে অগ্রসর হব না। আমরা যে অনুমান করব, তা না মানার স্বাধীনতা সব পাঠকেরই অধিকারে থাকবে। আমাদের মতে, এই ঈশ্বর ‘জীবন’ নামক বিশাল অভিজ্ঞতারই একটি রূপকায়িত মূর্তি। যে জীবন পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট থেকে সব মানুষ পেয়েছে, অথচ যে জীবনের অনেক কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বরং এই বিপুল, অন্তহীন, অনির্দিষ্ট, অবোধ্য জীবনের অনেক কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা তার কারণ বুঝতে পারি না। তার শক্তির কাছে আমরা তুচ্ছ, তার উদাসীন ক্রিয়াকলাপে আমরা স্তম্ভিত থাকি। এই জীবনের প্রবল অভিঘাত কখনও কখনও আমাদের বাধ্য করে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে। মৃত্যুও এই জীবনেরই আরেক রূপ, সে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পিতামাতা, নাথ, প্রভু, রাজা, বন্ধু—সব রকম রূপে-রূপকেই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভাষা হয়তো ধর্মগ্রন্থের স্মৃতি বহন করে, কিন্তু বৃহৎ জীবনের কাছে নিজেকে সমর্পণই বাংলা আর ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র মূল আখ্যান। এর আগে

আমাদের মতে, ‘জীবনদেবতা’ বলতে তিনি এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন। জীবনদেবতা ‘জীবনের দেবতা’ নন, যা জীবন সেই দেবতা, রূপক কর্মধারায়, ‘জীবনরূপী দেবতা’।

## কেন এই ঈশ্বরের কথা সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠল ওই সময়ে

আমাদের ধারণা, উপনিষদীয় ধর্মবোধ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে নিহিত হয়েছিল। কারণ, তাঁর দেশপ্রেমের একটা মূল কথা আত্মশক্তির উদ্বোধন, আর এই আত্মশক্তির একটি উৎস নিশ্চয়ই ঈশ্বর। ১৮৯১ নাগাদ *চিত্রা* পর্বে তিনি ওই একজন ‘জীবনদেবতা’কে পেয়েছেন অবলম্বন হিসেবে, হয়তো তাঁর ওই সময়ের অফুরন্ত সৃষ্টিপ্রেরণার ব্যাখ্যা হিসেবে। কিন্তু *গীতাঞ্জলি*তে এসে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি মনে হবে, তিনি আরেক ঈশ্বর, অনেক ব্যক্তিগত ঈশ্বর। *নৈবেদ্য* থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। *নৈবেদ্য* থেকেই একটি প্রচ্ছন্ন মৃত্যুচেতনার আভাস লক্ষ করি তাঁর মধ্যে—মৃত্যু যখন মৃত্যুর রূপ ধরে (১৪) তখন তাঁর ঈশ্বর তা থেকে তাঁকে পরিত্রাণ এনে দেন। ‘নিন্দা ও ক্ষতি মৃত্যু বিরহ, কত বিষবাণ উড়ে অহরহ’ (১১), ‘পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত আমার ঘরের দ্বারে, তব আহ্বান করি সে বহন পার হয়ে এল পারে।’ (১৮)

কার মৃত্যুর কথা বলছেন কবি? এর মধ্যে তাঁর জীবনে অনেক নিকটজনের মৃত্যু ঘটে গেছে। ১৮৯৯-এ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ চলে গেছেন *নৈবেদ্য*-এর কবিতাগুলো লেখার ঠিক আগে, ওই মৃত্যুই কি তাঁর অন্তর্যাত্রার সূত্রপাত করেছে? ১৯০২-এ স্ত্রী মৃণালিনী (সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,/...একাকীর পথে চলিব জগতে/সেই ভালো মোর সেই ভালো’—*উৎসর্গ*: ৪১), ১৯০৩-এ মেজো মেয়ে রানী, ওই বছরেই শান্তিনিকেতনের তরুণ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলে গেলেন ১৯০৬-এ, অত্যন্ত প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ হঠাৎ মুঙ্গেরে গিয়ে কলেরায় মৃত্যুবরণ করলেন ১৯০৭-এ। কৃষ্ণ কৃপালনি বলেছেন, এটিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শোক। ১৯০৮-এ মৃত্যু হলো মেজো জামাই সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যের, মেজো মেয়ে রানীর মৃত্যুর পাঁচ বছর কাটতে না কাটতেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর শোককে বহন আর ধারণ করার ক্ষমতা। যে আঘাত আসছে তাকে গ্রহণ করছেন, ভেতরকার ভাঙচুর বাইরে কেউ টের পাচ্ছে না। এমনকি শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথাও পরে জানাচ্ছেন মীরা দেবীকে চিঠিতে—

'শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্যে আমার কাজ বাকি রইল।'

গত শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত শোকের তালিকা তৈরি করি আমরা, কিন্তু সেই সঙ্গে এও তালিকা করতে হয় যে *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিচ্ছেন ওই ১৯০১ সালেই, তাতে পর পর দুটি উপন্যাস প্রকাশ করবেন, *চোখের বালি* (১৯০৩) আর *নৌকাডুবি* (১৯০৬)। ১৯০০-তেই প্রকাশিত হচ্ছে চারটি কবিতার বই—*কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা*—এর মধ্যে শেষেরটির আপাত লঘুতা তো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সন্ধিক্ষণের কবিতার বই *খেয়া* প্রকাশিত হবে ১৯০৬-এ, পাঁচটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হবে ১৯০৭-এ—*বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য,* তার বাইরেও প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হবে। ১৯০৭-এই প্রকাশিত হবে দুটি কৌতুকনাট্যের সংকলন, *হাস্যকৌতুক* আর *ব্যঙ্গকৌতুক*। ১৯১০-এর মধ্যে আরও বেরিয়ে যাবে উপন্যাস *প্রজাপতির নির্বন্ধ, গোরা,* প্রবন্ধ '*পাবনা সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ*', প্রবন্ধ গ্রন্থসম্ভার *রাজা প্রজা, স্বদেশ, সমূহ,* সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, ধর্ম, শান্তিনিকেতন ১-৮, ৯-১১, বিদ্যাসাগর-চরিত, নাটক ও নাটিকা *শারদোৎসব, মুকুট, প্রায়শ্চিত্ত,* কবিতাগ্রন্থ *শিশু*।

মনে রাখতে হবে, এরই মধ্যে ১৯০৫-এর অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে স্বচ্ছন্দে নেতৃত্ব দেবেন, অসংখ্য দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করবেন, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তাঁর দিকনির্দেশ করবেন, ১৯০৮-এ পাবনায় জাতীয় সম্মেলনীর সভাপতিত্ব করবেন, তাঁর বিকল্প দেশসাধনার কথা বলবেন সভাপতির অভিভাষণে, সন্তান রথীন্দ্রনাথ আর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবেন কৃষিবিজ্ঞান শেখার জন্য, ১৯০৭ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত প্রবাসীতে শত শোকের মধ্যেও *গোরা*-র কিস্তি নিয়মিত পাঠানোতে ব্যত্যয় ঘটবে না। তবু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনায় ক্লান্তি ও অবসাদের খবর পাই দু-একটি গানে ('সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?')। প্রয়োজন হলে নিজেকে নানা প্রকোষ্ঠে ভাগ করে, প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই নিশ্ছিদ্র বিভাজন রক্ষা করা হয়তো একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবু ভেতরকার বিষাদ ও অসহায়তা, কোনো একটা বড়ো অবলম্বনকে আঁকড়ে

ধরার চেষ্টা ধরা পড়েছে ১৯১০ থেকে ১৯১৪, এ চার বছরের মধ্যে। এর মধ্যে প্রকাশিত হবে আরও দুটি গানের বই—*গীতিমাল্য* আর *গীতালি*; অসাধারণ দুটি নাটক *রাজা* আর *ডাকঘর*; *শান্তিনিকেতন*-এর আরও দুটি প্রবন্ধ, যেগুলো তাঁর এই পর্বের বিশেষ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। এমন নয় যে তাঁর বহির্জীবনের কর্মকে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন, কিংবা তাঁর সৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্য কোনোভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হিসাবমতো, ১৩১৬ সালের ১০ ভাদ্র থেকে ১৩১৭-র ২৯ শ্রাবণ পর্যন্ত *গীতাঞ্জলি*-র এই সৃষ্টিপর্বকে নিভৃত প্রাণের দেবতার সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সাক্ষাৎকারও চলেছে এই সময়ে। এ পর্ব তিনি অতিক্রমও করে যাবেন ১৯১৪-তেই, বলাকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি*-তে তিনি মুখোমুখি হবেন তাঁর 'ঈশ্বর'-এর, যাঁকে তিনি নানা মানব-সম্বন্ধেই বাঁধতে চাইবেন, পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু, নাথ, রাজা—কিছুটা বৈষ্ণব অনুষঙ্গ স্মরণ করে, কিছুটা এক অলীক সামন্ততন্ত্রের রাজাদর্শের উদ্বোধনে, যার সূত্রপাত হবে *শারদোৎসব* থেকে। *গীতাঞ্জলি*-তে এই একমুখী সংলাপের বাইরে, 'ঈশ্বর'কে ছেড়ে এসে, পাঠকদের জন্য লেখা কিছু গান বা কবিতা নেই তা নয়, শরৎ ঋতুর গানগুলো তাই, 'দুর্ভাগা দেশ' বা 'ভারত-তীর্থ' নামে ছাপা কবিতাগুলোও তা-ই।

## ইংরেজি গীতাঞ্জলি

'সং অফারিংস' মূলত তাঁর বাংলা কবিতার অনুবাদ এ কথা আমরা সবাই জানি। অনুবাদ কি না এবং কতটা, এ নিয়ে পরে একটু প্রশ্ন তুলব আমরা। কিন্তু অন্য ভাষায় তাঁর নিজের কবিতা অনুবাদ করার কথা মনে হলো কেন আদৌ? বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে বারবার বলেছেন, তিনি পৃথিবীর কবি, পৃথিবীর মানুষের তাঁর কথা আরও বেশি করে জানা উচিত। এর মধ্যে তিনি বিলেত যাওয়ার জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলেন, কিন্তু বিদায় নেওয়ার বহু বিস্তৃত সক্রিয়তায় অসুস্থ (মূর্ছিত) হয়ে পড়ায় চিকিৎসকের নির্দেশে ১৯১২-র ১৯ মার্চের সেই যাত্রা তাঁকে স্থগিত রাখতে হল। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন তিনি। একটু সুস্থ হয়ে চলে গেলেন শিলাইদহে। সেখানে *গীতিমাল্য*-এর গান তৈরি হচ্ছে আর একটি-দুটি করে অনুবাদ হচ্ছে কবিতার। ইন্দিরা দেবীকে সেখান থেকে চিঠিতে লিখছেন যে, শিলাইদহেই শুরু হয়েছিল তাঁর অনুবাদের কাজ। নিজের ইংরেজির দখল নিয়ে তাঁর সংকোচ ছিল। কৌতুক করে ইন্দিরাকে সে কথা বারবার বলেছেন। এ কথা আমরা কবির বিনয় বলেই মনে করব।

'তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখির ডাকাডাকিতে দিনের বেলার সকল কটা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল।... তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না—হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠতে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস তো। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মতো বল আমার ছিল না। সেইজন্যে ওই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম।' একটা ছোট খাতার পাতাগুলো আস্তে আস্তে ভরে এল। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন, সেখানেও অনুবাদের কাজ চলেছে। ১৯১২-র ২৭ মে ভেঙে যাওয়া যাত্রার সূত্র তুলে নিলেন, রথীন্দ্রনাথ আর প্রতিমা দেবীকে নিয়ে মুম্বাই থেকে জাহাজে লন্ডন রওনা হলেন। ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন (১৮৭২-১৯৪৫) ভারতে এসেছিলেন ১৯১০-এ, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও হয়েছিল। তিনি মূলত শিল্পী, প্রাচীন ভারতের শিল্প সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। শিল্পী হিসেবে মূলত অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু তাঁদের আলাপের সময় তাঁদের এই সৌম্যদর্শন পিতৃব্যের উপস্থিতি ও বাক্যালাপ রোদেনস্টাইনকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। লন্ডনে ফিরে তিনি দ্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার করা রবীন্দ্রনাথের গল্পের (সম্ভবত '*কাবুলিওয়ালা*') ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আরও পড়তে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথের লেখা। গল্প হয়তো পাননি, কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তীর করা কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ তাঁর হাতে এল, তা পড়ে তিনি আরও বেশি করে মুগ্ধ হলেন, গভীর বিস্ময়ও জাগল তাঁর। এত বড় একজন অধ্যাত্মচেতনার কবি লোকলোচনের বাইরে, ইউরোপের কাছে অজ্ঞাত পড়ে থাকবেন, এ তাঁর অসংগত মনে হলো। তিনি লন্ডনে ব্রাহ্ম নেতা প্রমথলাল সেন আর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে অনুরোধ জানালেন রবীন্দ্রনাথকে যেন অবশ্যই লন্ডনে আসতে লিখে দেন তাঁরা। এলে তাঁকে তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করবেন, আতিথ্য দেবেন। একদিন তাঁর কাছে সেই আনন্দ-সন্দেশ পৌঁছাল যে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে আসছেন। নিশ্চয় তাঁর কবিতার তাগাদাও রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল।

রোদেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে অনুবাদের ছোট খাতাটি তুলে দিলেন। পড়ে রোদেনস্টাইন আপ্লুত, পরে সমগ্র পৃথিবী

আপ্লুত হবে। সে ইতিহাস বহুচর্চিত। তবু ঘটনাক্রমের একটা তালিকা করা যায়...

১২ জুন, ১৯১২: লন্ডনে পৌঁছালেন।

১২ জুলাই, রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হলো, ইয়েট্‌সসহ বহু ইংরেজ কবি লেখক (প্রধানদের মধ্যে ইয়েট্‌স ছাড়া রবার্ট ব্রিজেস, আরনেস্ট রিজ, টমাস স্টার্জ মুর, আর সি ট্রেভেলিয়ান আর এজরা পাউন্ড) তাঁর কবিতাপাঠ শুনে অভিভূত হলেন। সেখানেই স্থির হলো, কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

১ নভেম্বর, লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি *সং অফারিংস* প্রকাশ করলেন। পরে লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি বইটি প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকেই বইটি উৎসর্গ করবেন।

এক বছর কয়েক দিন পরে (১২ নভেম্বর, ১৯১৩) শান্তিনিকেতনে খবরে এসে পৌঁছাল, প্রথম এশীয় কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন, সেখানে পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের কাছে তাঁকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হয়েছে। বাংলা আর ভারতের গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবীর নাগরিক হতে চলেছেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে সম্ভাষণ করছেন সমগ্র বিশ্বসমাজকে। ১৯১২-র এই পশ্চিমযাত্রা তাঁর বিশ্বনাগরিকত্বের ভূমিকা রচনা করেছে, নোবেল পুরস্কার তাঁকে পুরোপুরি পৃথিবীর মানুষ করে তুলবে, শুধু বাঙালিত্বে আবদ্ধ রাখবে না।

## দুই গীতাঞ্জলি : মূল, অনুবাদ?

বাংলা *গীতাঞ্জলি*-কে ইংরেজি *সং অফারিংস* খ্যাতির দৌড়ে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। বাংলা গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় বাঙালি পাঠক মহলে এ নিয়ে খুব তুমুল কিছু হইচই হয়নি, এ কথা আমরা জানি। কিন্তু ইংরেজি *গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস*-এর কথা একেবারেই আলাদা। শুধু লন্ডনের বিদ্বৎসমাজে নয়, তা সাহিত্যে সর্বোত্তম পুরস্কার লাভের পর সারা পৃথিবীর সমাদর লাভ করেছে, এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে 'আমি পৃথিবীর কবি' এই সংগত দাবি করার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এ কারণে বড়দিদি বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র একটু অভিমান হতেই পারে। সে শুধু পড়ে রইল বাংলা ভাষার ছোট গণ্ডির মধ্যে, সারা পৃথিবী তার কথা জানলই না। ছোট বোনের ঠাঁই হলো বিশ্বসভায়।

ওপরের কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্য নয়। যেসব বিদেশি বাংলা ভাষা শিখে বাংলা *গীতাঞ্জলি* পড়েছেন, তাঁরা অবশ্য বুঝেছেন, বাংলার মধ্যে কী সম্পদ লুকিয়ে আছে এবং অনুবাদে তার কতটাই বা হারিয়ে গেছে। জার্মানভাষী মার্টিন কেম্পশেন বলেছেন এই রকম কথা, ইংরেজ কবি জো উইন্টার বাংলা *গীতাঞ্জলি*কে পুরো আবার অনুবাদ করেছেন ছন্দ ও মিলের কাব্যভাষায়। বহু দ্বিভাষী বাঙালিও, যেমন বুদ্ধদেব বসু, নবনীতা দেব সেন প্রভৃতি অনুযোগ করেছেন যে হায়, অধিকাংশ অনুবাদে মূলের অনেকটাই তো হারিয়ে গেছে। কেন রবীন্দ্রনাথ এমন করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের এ নিয়ে অভিযোগ কম নয়। আমেরিকার মেরি লেগোও তাঁর ইংরেজি রবীন্দ্র-জীবনীতে 'শ্রাবণঘন গহন মোহে' গানটির আক্ষরিক আর রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ তুলে দিয়ে এই অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিষ্কৃতি দেননি। এঁরা সবাই বাংলা আর ইংরেজি দুটো ভাষাই জানতেন বলে রবীন্দ্রনাথের এই বিপত্তি। কেউ কেউ আবার এমন অভিযোগ করেছেন যে, ঔপনিবেশিক এক কবি সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কিছুটা খাতির করেছেন, তার কী পছন্দ হতে পারে সেটা ভেবে নিয়ে নিজের কবিতাকে ছাঁটকাট করেছেন। আমাদের বক্তব্য একটু অন্য রকম। আমরা বলি, *'সং অফারিংস'*-কে বাংলা উৎসের অনুবাদ হিসেবে ধরবেন না। তা ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা। হ্যাঁ, অনেক কবিতার ক্ষেত্রেই মূলের একটা কবিতাকে তিনি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু কখনও কখনও তা যে করেননি, তার অধিকার কি তাঁর ছিল না? তাঁকে আমরা সাধারণ অনুবাদক হিসেবে দেখব কেন? সাধারণ পেশাদার অনুবাদকেরা 'অন্যের' লেখা অনুবাদ করেন, তাঁদের আমরা বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ভাবি না, কারণ তাঁরা মূলের স্রষ্টা নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে একই সঙ্গে স্রষ্টা আর অনুবাদক, সেখানে তাঁর স্বাধীনতা কি সাধারণ অনুবাদকের মতোই হবে, তার বেশি নয়? ইংরেজিতে এক আত্মস্বতন্ত্র কবি হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে আমাদের বাধা কোথায়?

ইংরেজি *গীতাঞ্জালি*-র সাফল্যকাহিনি বহু জ্ঞাত ও বহু প্রচারিত, তা নিয়ে এখানে নতুন করে বলার পরিসর নেই। কীভাবে ইয়েট্‌স ও ইংল্যান্ডের অন্যান্য বিদ্বৎজনেরা এর পাঠ শুনে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, কীভাবে 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই'-এর অনুবাদ প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর আগে ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, কীভাবে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা নিয়ৎ ১৯৬৪ সালে নিজের মৃত্যুদণ্ডের

আদেশ শুনে তাঁর ভাষায় বলে উঠেছিলেন, (কোনো গীতাঞ্জলির নয় এ গান, তবু) 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে, ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে'—এসব বিচ্ছিন্ন আখ্যান বহু চর্চিত, আমরাও তা নানা লেখায় জানিয়েছি। ফলে সারা পৃথিবীর পাঠক ইংরেজিতে এবং ইংরেজি থেকে তাদের ভাষায় অনুবাদে, মূল বাংলার কতটা রইল আর কতটা রইল না এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি, যা পেয়েছে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট ও অসামান্য বলে মনে করেছে। তাদের মনে কোনো অভাববোধ ছিল না ইংরেজি *গীতাঞ্জালি* নিয়ে, ইংরেজি, ফরাসি, ডাচ, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, চীনা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এমনকি সুদূর আইসল্যান্ডিক ভাষায় তার গ্রহণের ইতিহাস আমাদের এই বিশ্বাসই উপহার দেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র অনুবাদ আর অনুবাদের অনুবাদ সারা ইউরোপের ভাষায় সুলভ হয়ে ওঠে। কয়েক বছরের মধ্যেই ফরাসি অনুবাদটির ৩৫টির সংস্করণ হয়, অন্য ভাষার অনুবাদগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এখনো পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের মূল পরিচয় মূলত *গীতাঞ্জলি*-র রচয়িতা হিসেবে। ভাবুন তো একবার, যে অনুবাদের অসম্পূর্ণতা নিয়ে দেশের আর বিদেশের মস্ত মস্ত মাথা ঘর্মাক্ত হয়েছে, পৃথিবীর বৃহৎ জনমত তাকে গ্রাহ্যই করেনি।

এর একটি পার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণও আছে। ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* পদ্য ছন্দে রচিত নয়, তা একটু পুরোনো বাইবেলি ঢংয়ের গদ্যে রচিত, তার মধ্যে একটি অসামান্য অন্তর্গত ছন্দ আছে। এই গদ্য কবিতার ছন্দ চীনা, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষায় নতুন কাব্যরীতির জন্ম দিয়েছে। এমনকি, আইসল্যান্ডিক ভাষার নোবেল পুরস্কার-জয়ী ঔপন্যাসিক হ্যালডার লাখনেস আমাদের জানিয়েছেন, এই আইসল্যান্ডিক ভাষায়ও নতুন কাব্যভাষা নির্মাণে গীতাঞ্জলির প্রভাব কাজ করেছিল। স্প্যানিশে নোবেল-জয়ী কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ ও তাঁর স্ত্রী সেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রধান অনুবাদক, হিমেনেথের কাজের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাশ্চাত্য সমালোচকদের চোখ এড়ায়নি। রবীন্দ্রচর্চার সূত্রেই এই দুটি তরুণ-তরুণী কাছাকাছি এসেছিলেন, দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিলেন। তবু আমরা বাঙালিরা, হয়তো আরও বেশ কিছু ভারতীয়, জানি যে বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ইংরেজি *গীতাঞ্জালি*-তে নেই, তার তা অর্জন করার কোনো উপায়ই ছিল না। সে বই নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে কবিকে, বাংলা ভাষাকে, ভারত আর এশিয়াকে, কিন্তু সে বই এই একটি

বিষয়ে বড় দিদি বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র কাছে দরিদ্র হয়ে আছে। সেই জন্য তা বাঙালির প্রতিদিনকার সঙ্গী হতে পারেনি।

তা হল, বাংলা গানগুলোর সুর। এই সুরের অভাব ইংরেজি কবিতাগুলোকে অন্তত ইংরেজি-জানা বাঙালিদের কাছেও একটু দূরবর্তী করে রেখেছে। ‘আমার মাথা নত করে দাও হে’ থেকে শুরু করে ‘সার্থক জনম আমার’, কিংবা ‘জগতে আনন্দযজ্ঞে’ কিংবা ‘আমারে তুমি অশেষ করেছ’ কিংবা ‘তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে’ কিংবা ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার’ ইত্যাদি গান (সব ‘গীত’-এর সুর দেননি রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্র-আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর উচ্চারণ হয়ে গেছে। ইংরেজি *গীতাঞ্জালি*-র কবিতার বিশ্বব্যাপী মাহাত্ম্য বাঙালির কাছে সেগুলোকে এভাবে প্রাত্যহিকের সম্পদ করে তুলতে পারেনি। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যত বাঙালি বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র নানা গানের সঙ্গে দিন কাটায়, তার তুলনায় খুব কমসংখ্যক বাঙালিই এভাবে ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র কাছে সঙ্গ চায়। বিদেশিরা আবার বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র অভাবিত সংগীত সম্পদের খবর কমই রাখে, ইংরেজি বইটিই তাদের চিরপথের সঙ্গী।

# THE TWO GITANJALIS

## Pabitra Sarkar

Some of you may know it, some may not, that there are two *Gitanjalis* existing side by side. One is the Bengali book of songs, first published in mid-August of 1910, and the other is the English collection of prose poems, with a sobriquet 'Song Offerings', published in England on 1 November, 1912. The 'original-translation' marking for the two is somewhat problematic here, as the second book is not exactly that. It is, however, this second book that was awarded the Nobel Prize in 1913. For a Bengali-English bilingual at least, imagining a tussle between the two books may be of some interest.

What do the two actually contain? In bare arithmetical terms, the Bangla *Gitanjali* ('Song Offerings' is a verbatim translation) has 157 songs or poems, only 53 of which figure in the English book. The Bangla poems are written in metre, with rhyming lines and neatly arranged stanzas. The English *Song Offerings* contains 103 poems in prose. Whatever the merit of the Bangla book, it has nothing to do with the coveted Prize, nor with the international recognition and rhapsodic admiration of the poet, the latter however short-lived though, in the English speaking world. The rest of the translated poems of the English collection come from other Bangla books of Tagore, 15 from *Naivedya* ('Offering', 1901), 16 from *Gitimalya* ('Garland of Songs', 1914), 11 from *Kheya* ('The Ferryboat', 1906), 3 from *Shishu* ('The Child', 1909), one each from *Achalayatan* ('The Unmoving Edifice', a play, 1912), and books of poems *Chaitali* ('The Harvest of the month Chaitra', 1896), *Kalpana* ('Musing', 1900), *Smaran* ('Remembrance', 1903), *Utsarga* ('Dedication' 1914). Two poems of *Naivedya* have been coalesced into one (Song No. 95 of English Gitanjali).

There is a narrative of events that traces how the 'translations' came about.

By the turn of the last century when Tagore had already established himself as the most prolific, and the most prominent poet and author of Bengal, his friends and admirers were encouraging him to venture beyond a provincial language and address the world at large. His close friend, the physicist turned biologist J. C. Bose was one such. Another was Sister Nivedita, who herself translated some of his short stories, which included 'Kabuliwala'. The title 'Visva Kavi' ('The world poet'), for whatever it was worth at that time, was already in his bag, given by an eminent Bengali, Brahmabandhab Upadhyay, a guru of sorts, of the anti-imperialist revolutionists. The Tagore house also had many international connections. Tagore's grandfather Dwarka Nath Tagore had business contacts with Europe and Queen Victoria gave him audience in her chamber. Their mansion at Jorasanko, Kolkata frequently hosted celebrity guests from abroad, people like the Japanese artist Okakura and others, and the German philosopher Count Keyserling for example. So the world at large, the West in particular, was not a strange or unknown territory for Tagore.

He had but one weakness, his lack of confidence about his command of English. As everyone knows, he himself had little formal schooling, although had rigorous in-house grooming by his elders and house-tutors. In his late teens, he had been to England purportedly to become a barrister, the education for which he did not properly begin at all, and for a brief spell, attended instead some literature and language classes at London University. In spite of such exposures, he, like most Indians, was not self-assured about his English, at least about the creative use of it. Nor could his second visit (1890), half of which was eaten up by a sea voyage of 42 days, put this confidence in him.

He was ready for a third visit in March, 1912. The Bangla *Gitanjali* was already out (1910), and that gem of a play, *Dakghar*

or *The Post Office* had also seen the light of the day the same year. Many more important works had also been published. Much more confident now about his poetic prowess, and a more mature Tagore could not however begin the voyage, because of an unexpected illness, and, after gaining back some energy, removed himself to a laid-back area of Bengal, the rural headquarters of the Tagore estates. This had of course been a greatly fertile ground for Tagore's creativity. Here, as a part of recuperation, he began translating his poems, with a lot of diffidence, as he kept writing to his niece, Indira Devi. "It was the month of Chaitra, the perfume of mango blossoms spread across the whole sky, and the call of birds made the moments of the day crazy…My heart wanted to dance in tune, but I had no energy left to create fresh things. So I sat down to translate the *Gitanjali* poems one by one." A small notebook soon filled up with those, and he decided to take up the journey once again, in May 1912. Apart from looking for a possible western audience, he also wanted to seek international recognition and help for his innovative school at Santiniketan, which he had founded in 1901.

An eminent English painter, William Rothenstein, had been to Tagore's house earlier in 1910. He met his nephews, the artists Gaganendranath Tagore and his more illustrious brother Abanindranath. He had in addition been impressed by talks with their uncle, Rabindranath. Back in England, he came by the story 'Kabuliwala', done in English by Sister Nivedita, and wanted to read more of Tagore writings. A few Tagore devotees were in England then, Ajit Kumar Chakraborty for example, who provided him with more translations of Tagore poems. This impressed Rothenstein even more. He told the London Bengalis that Tagore must visit England, and make his poetry reach the West. It would certainly be a pity if a genius of his stature remained confined within the Bengali audience alone.

## 2

Tagore landed in London on 12 June, 1912. Exactly a month later he was given a reception at Rothenstein's house, where people like W.B. Yeats, Robert Bridges, Sturge-Moore, Earnest Rhys, Ezra Pound, R. C. Trevelyan, among many others, were present. To this formidable audience, he read out his English *Gitanjali* poems from the small notebook. The listeners were, to say the least, spellbound. They demanded that the poems be immediately printed.

The India Society of London published the book *Gitanjali : Song Offerings* on 1 November, 1912. Next, the Macmillans published it, with a long introduction by W. B. Yeats, and the book was presumably submitted for the Nobel Prize.

A year later, on 12 November, 1913, a telegram carried the news to Santiniketan that Rabindranath Tagore had received the Nobel Prize. It was the English *Song Offerings,* and not the Bangla *Gitanjali,* that was glorified in this manner, although Yeats in his Introduction spoke about the Bengali cultural background quite knowledgeably. It was the English book again, that carried Tagore's fame far and wide, and made him an international figure almost overnight.

As I indicated earlier, Bangla-English bilinguals are somewhat uncomfortable about the 'translations', if the poems of the second book can be called such. I myself consider them original English poems, not translations. Without viewing them from that angle, Bengali critics like Buddhadeva Bose were quite vocal about Tagore's 'deviations' from the Bangla texts, and following him, Mary Lago, an American Bangla scholar, made similar observations. Martin Kempchen, a German author, and Joe Winter, an English poet, have both been frank about the fact that some English renderings of the Bangla originals miss much of the beauty of the latter. Winter has gone even to the extent of translating *Gitanjali* in his own way, almost verbatim, making efforts to reflect the metre and the rhyme-scheme of the Bangla poems.

Despite the protestations and efforts of the above, it cannot be gainsaid that it was the English book (or translations, and, translations of translations from it) that deeply moved a world audience. They read it as an original, as most were impervious of the Bangla book, supposed to be the 'base' of the English one. They did not find any ground for complaining, nor did their response (i.e., that of those who liked it), hurt Tagore's reception in any way. Bangla *Gitanjali* did not simply exist for them. *Song Offerings* was the foundation on which Tagore's worldwide fame was built up, in spite of the vicissitudes it has gone through in the English-speaking world. In many other linguistic areas, that of Spanish, Chinese, Japanese or Korean for example, fondness for Tagore remained rather stable over the decades.

Bengalis of course nurture an emotional ambivalence towards the English book. Its receiving of the Nobel Prize was of course a happy and proud event for them, but they probably rue the fact that the Bangla *Gitanjali* had to take a back seat for that, and the most famous and frequently quoted poem of *Song Offerings,* 'Where the mind is without fear and the head is held high' does not originally belong to the Bangla *Gitanjali.*

There are, however, quite a few that are perennial favourites with the non-Bengali readers. Quoting the first lines will take more space than we can afford here. Still, Bengalis, as I said, miss the cadence of their language, and the rhythm and the rhyme of the Bangla poems in the English versions.

What they miss most, of course, is the tunes that go with the Bangla poems. These songs, along with another two thousand Tagore songs, make a valuable component of Bengal culture. These are sung everyday, on any formal occasion, in which it is the common practice to begin and end with a Tagore song, with a few thrown in along the event. *Song Offerings* may pride itself with the

Prize and the prestige that go with it, including the fact that it has been translated by no less than a former Prime Minister (Ezevit of Turkey), two Nobel Laureates themselves (Andre Gide and Zuan Ramon Zimeneth, Boris Pasternak translating some sundry poems), but it is the Bangla *Gitanjali,* mostly a song-book, that a Bengali holds close to his heart and life.

# ভূমিকা

অল্প কয়েকদিন আগে এক বিশিষ্ট বাঙালি চিকিৎসককে আমি বলি, 'আমি জার্মান জানি না, কিন্তু যদি কোনও জার্মান কবির কাব্যের অনুবাদ আমায় মুগ্ধ করে, আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে এমন সমস্ত ইংরেজি বইয়ের খোঁজ করব যা আংশিকভাবে হলেও আমাকে তাঁর জীবন ও চিন্তার বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেবে। অথচ যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার এই গদ্য অনুবাদগুলি আমার রক্তে এমন সাড়া ফেলেছে যা আমি বেশ কয়েক বছরে অন্য কোনও কিছুতেই অনুভব করিনি, আমি তাঁর জীবন বা তাঁর এই কাব্যকে সম্ভব করে তোলার ভাবনা চিন্তার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারব না যদি না কোনও ভারতীয় পর্যটক আমায় অবহিত করেন।' আমার এই মানসিক আন্দোলন তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি প্রত্যহ, তাঁর লেখা একটি পংক্তি পড়লেই পৃথিবীর সব আপদ ভুলে যাওয়া যায়।' আমি বললাম, 'রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের আমলে লন্ডনের নাগরিক কোনও ইংরেজকে যদি পেত্রার্কের বা দান্তের অনুবাদ দেখানো যেত, সে এমন কোনও বই পেত না যাতে তার প্রশ্নের উত্তর মেলে। বরঞ্চ আমি যেমন আপনাকে প্রশ্ন করছি, তেমনি তাকে ফ্লোরেন্সের কোনও ব্যাঙ্কার বা লম্বার্ডের বাসিন্দা কোনও সওদাগরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হত। আমি যতটুকু অনুধাবন করতে পারছি—এতই প্রাণোচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ এই কবিতা, এত সরল অনায়াস এর ভঙ্গি—আপনার দেশে নতুন নব জাগরণের আবির্ভাব ঘটেছে। আর কানে না শুনলে এর কিছুই আমি জানতে পারব না।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের অন্যান্য কবিরাও আছেন, কিন্তু উনি আছেন সর্বাগ্রে, আমরা এই যুগের নাম দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের যুগ। আমাদের কাছে তিনি যতটা প্রখ্যাত, আমার মনে হয় না কোনও ইউরোপীয় কবি তাঁর দেশে ততটা প্রখ্যাত। তিনি কবিতায় যেমন মহান, তেমনি সঙ্গীতেও, আরও ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্বে বর্মা পর্যন্ত যেখানেই লোকে বাংলায় কথা বলে সেখানেই তাঁর গান গাওয়া হয়। ঊনিশ বছর বয়সে যখন তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন তখনই তিনি খ্যাতিমান; তার কিছু পরেই তাঁর লেখা নাটকগুলি এখনও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁর জীবন এতটাই

সম্পূর্ণ যে আমি প্রশংসা করে শেষ করতে পারিনা; যখন তিনি তরুণ, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন, সারাটাদিন বসে থাকতেন নিজের বাগানে; তাঁর পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বয়ঃসীমার মধ্যে তিনি আমাদের ভাষার সুন্দরতম প্রেমের কবিতাগুলি লেখেন, ওই সময় তিনি গভীর শোক পেয়েছিলেন।' তারপর গভীর আবেগে তিনি যোগ করলেন, 'আমার সতেরো বছর বয়সে তাঁর প্রেমের কবিতার কাছে আমার যে ঋণ তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যশিল্প আরও গভীরে গেল, হয়ে উঠল ধর্ম ও দর্শন মণ্ডিত; মানবজাতির সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত তাঁর স্তবগাথায়, স্তোত্রে। আমাদের ঋষি ও সন্তদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি জীবনযাপনে অস্বীকৃত হননি, জীবনের মর্মস্থল থেকে বাণী দিয়েছেন তিনি, এবং সেইজন্যই তাঁকে আমরা ভালোবাসি।' আমার স্মৃতিতে তাঁর সযত্নে চয়ন করা শব্দগুলি বদলে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বদলায়নি তাঁর ভাবনা। 'সম্প্রতি আমাদের এক গির্জায় তাঁর ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা দেবার কথা ছিল—আমরা ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামীরা আপনাদের ইংরেজি চার্চ (গির্জা) শব্দটিই ব্যবহার করে থাকি—কলকাতার সেই বৃহত্তম চার্চেই যে সেদিন ভিড় ছিল তাই নয়, এমনকি জানলাগুলিতেও লোক দাঁড়িয়েছিল, আর মানুষের ভিড়ে রাস্তাগুলিতেও যাতায়াত করা ছিল প্রায় অসম্ভব।'

অন্যান্য ভারতীয়রাও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং এই মানুষটির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অলীক শোনায় আমাদের দুনিয়ায়—যেখানে আমরা ক্ষুদ্র, মহৎ সব কিছুই অপ্রচ্ছন্ন হাস্যরস ও লঘু-গম্ভীর অবজ্ঞার আবরণে ঢেকে রাখি। যখন আমরা আমাদের ক্যাথিড্রালগুলি তৈরি করছিলাম, তখন কি আমাদের মনে আমাদের মহৎ মানুষদের জন্য অনুরূপ শ্রদ্ধা ছিল? 'প্রতিদিন ভোর তিনটের সময়—আমি জানি কারণ আমার দেখা একজন বললেন আমাকে—উনি ধ্যানমগ্ন হয়ে নিশ্চল বসে থাকেন এবং দুঘণ্টার আগে ঈশ্বরচিন্তায় নিবদ্ধ তাঁর ধ্যানমগ্নতা ভাঙে না। তাঁর পিতা মহর্ষি কখনো কখনো পুরো দিনটা ওখানে বসে থাকতেন। একবার নদীপথে যাবার সময় নিসর্গশোভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন, নৌকার দাঁড়িরা ঐ অবস্থায় আট ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আবার যাত্রা শুরু করে।' তারপর তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের পরিবার সম্পর্কে বললেন ঐ বংশে বহু প্রজন্ম ধরে মহৎমনা ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছেন। 'এখন', তিনি বলেন, 'আছেন গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁরা শিল্পী, আর আছেন রবীন্দ্রনাথের

অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, তিনি একজন মহৎ দার্শনিক। গাছের ডাল থেকে কাঠবেড়ালি নেমে এসে তাঁর পা বেয়ে হাঁটুতে উঠে পড়ে, পাখি এসে বসে তাঁর হাতে।' দৃষ্টিগোচর সৌন্দর্য ও অর্থপূর্ণতার একটা আভাস আমি লক্ষ করি এইসব মানুষদের চিন্তায়, মনে হয় এঁরা যেন নিৎসের তত্ত্বে বিশ্বাসী—যে তত্ত্ব বলে যে পার্থিব বিশ্বে দ্রুত বা বিলম্বিত কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে অক্ষম এমন নৈতিক বা বৌদ্ধিক সৌন্দর্যে আমরা আস্থা স্থাপন করতে পারি না। আমি বললাম, 'প্রাচ্যে আপনাদের জানা আছে পারিবারিক কীর্তির ঐতিহ্য ধরে রাখার উপায়। কিছুদিন আগে একটি জাদুঘরে জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক একজন ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ মানুষের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে জাদুঘরের চীনা প্রিন্টগুলি সাজিয়ে রাখছিল। মানুষটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'মিকাডো ধারার উনি হলেন বংশানুক্রমে চতুর্দশ বিশেষজ্ঞ এবং একই পদে নিযুক্ত।' ভারতীয় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'বালক রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে চতুর্দিকে সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহাওয়া ছিল।' আমার মনে পড়ল তাঁর কবিতাগুলি প্রাণপ্রাচুর্য আর সারল্যে উজ্জ্বল, আমি বললাম, 'আপনার দেশে কি প্রচারমূলক লেখা এবং সমালোচনা খুব বেশি হয়? আমাদের এগুলো এত করতে হয়, বিশেষ করে আমার দেশে, যে তার ফলে আমাদের মন ক্রমে ক্রমে তার সৃজনশীলতা হারায়, তবুও আমরা এটা প্রতিহত করতে পারি না। আমাদের জীবনে যদি অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ না থাকত, আমাদের না থাকত রুচি, না বুঝতাম ভালমন্দ, না জুটত পাঠক, না থাকত শ্রোতা। আমাদের বেশিরভাগ শক্তি ব্যয় হয় কুরুচির সঙ্গে যুদ্ধ করে, সে কুরুচি নিজের মনের হোক বা অন্য কারুর।' 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারি', তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রচারমূলক লেখা আমাদেরও আছে। গ্রামে মানুষ মধ্যযুগের সংস্কৃত থেকে নেওয়া দীর্ঘ পৌরাণিক বিষয়ের কবিতা আবৃত্তি করে, তাতে অনেক সময় বিভিন্ন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়, উপদেশ দেওয়া হয় যে মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতেই হবে।

(২)

কয়েকদিন ধরেই এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি ঘুরেছি, পড়েছি ট্রেনের কামরায় অথবা অমনিবাসের ওপরতলায় বসে—কখনো কখনো পড়া থামিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি পাণ্ডুলিপি যাতে কেউ দেখে না ফেলে আমি কী বিপুলভাবে উদ্বেলিত হয়েছি। আমার ভারতীয় বন্ধুরা আমায় বলেছেন মূল

ভাষায় এই গীতিকবিতাগুলি ছন্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, অনুবাদে অধরা থেকে যায় এমন শোভন বর্ণছটায়, ছন্দোবদ্ধ কাব্যের উদ্ভাবনী সুষমায় আকীর্ণ এবং এগুলির চিন্তাধারায় এমন এক জগৎ দৃশ্যমান যে জগতের স্বপ্ন আমি সারাজীবন দেখেছি। উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা ঘটেছে এমন এক সংস্কৃতির ফসল এই কবিতাগুলি, অথচ ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদের মতই সাধারণ মাটিতে জন্ম নিয়েছে মনে হয়। কাব্য এবং ধর্ম যেখানে পরস্পরে হয়েছে বিলীন—এমনই এক সুপ্রাচীন পরম্পরা বহু শতাব্দীব্যেপে প্রবাহিত, সুসংস্কৃত এবং লোকায়ত—দুই উৎস থেকেই আহরণ করেছে অলংকার ও আবেগ আর কালের ধারায় জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দিয়েছে মনীষী ও মহাপ্রাণদের প্রেরণার ধারা। বাংলার এই সভ্যতা যদি খণ্ডিত না হয়, যদি সেই সমষ্টি মন—যেমন অনুমান করা যায়—সবাইকে ছুঁয়ে বয়ে চলে এবং আমাদের মত এক ডজন আত্মসর্বস্ব মনে খণ্ড-বিখণ্ড না হয়ে থাকে, তাহলে আগামী কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই এই কবিতাগুলির সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনারও কিছু অংশ প্রসারিত হবে রাস্তার ভিক্ষুকদের কাছেও। ইংলন্ডের যখন একটি অভিন্ন মন ছিল, চসার লেখেন তাঁর *ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা,* এবং যদিও তিনি লিখেছিলেন পড়া অথবা পড়ে শোনানোর জন্য—কেননা আমাদের যুগ ধেয়ে আসছিল—চারণ কবিরা তাঁর গান গেয়েছিল কিছুকাল ধরে। চসারের পূর্বসূরিদের মতই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের গানে সুর দেন আর প্রতি মুহূর্তে বোঝা যায় যে তিনি যে এত বাঙ্ময়, প্রাণোচ্ছল, স্বতোৎসারিত, নিজের আবেগে এত এত নির্ভয়, অবিরত এত বিস্ময়ের জন্ম দেন তার কারণ তিনি যা করে চলেছেন তা কোন সময়েই মনে হয়নি উৎকট, অস্বাভাবিক বা এমন কিছু যার সপক্ষে কৈফিয়ত প্রয়োজন। অভিজাত মহিলাদের টেবিলে পড়ে থাকা শোভন মুদ্রণ ক্ষুদ্রাকৃতি কাব্যগ্রন্থের পাতায় পড়ে থাকবে না এই কবিতাগুলি, এই পাঠিকারা অলস হাতে পাতাগুলি উলটে দেখেন যাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন জীবনের শূন্যতায়, জীবনের এইটুকুই তাঁরা জানতে পারেন। অথবা ছাত্রেরা এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় বয়ে নিয়ে বেড়াবে আর জীবনের কর্মমুখরতা শুরু হলে একপাশে সরিয়ে রেখে দেবে—তাও হবে না। কেননা প্রজন্ম পরম্পরায় এগুলি স্থান পাবে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ পথিকের কণ্ঠে বা নদীতে নৌকায় দাঁড় বেয়ে যাওয়া যাত্রীর গলায়। পরস্পরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত প্রেমাসক্ত যুবক যুবতীরা এইসব গান গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে এই ঈশ্বর প্রেমে খুঁজে পাবে এক অলৌকিক সাগর, আর তাদের নিজস্ব তীব্রতর প্রেমাবেগ এই

সাগরে ডুব দিয়ে নতুন করে রাঙিয়ে তুলবে নিজের যৌবন। কোনো প্রকারের অবনমন বা প্রসন্নতা প্রদর্শন ছাড়াই এই কবির হৃদয় এই সবকিছুর প্রতি বহির্মুখী ও প্রবহমান কারণ এই হৃদয় জেনেছে যে তারা বুঝে নেবে এবং সে নিজেকে ভরিয়ে তুলেছে এদের জীবনের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলিতে । ধূলিমলিন যাতে না হতে হয় সেইজন্য লাল-বাদামি সাজে সজ্জিত পথিক, তার রাজসিক ভালোবাসার মানুষের মালা থেকে বিছানায় খসে পড়া পাপড়ি খুঁজতে থাকা ললনা, প্রভুর ফিরে আসার অপেক্ষায় মগ্ন কোন অনুচর বা বধূ—এগুলি পরমাত্মা সন্ধানী মনের প্রতিচ্ছবি। ফুল আর নদী, শঙ্খবাদন, জুলাই মাসে ভারতে অবিরাম বৃষ্টিপাত অথবা দাবদাহ—এগুলি বিরহে বা মিলনে চিত্তের বিভিন্ন ভাবের চিত্রকল্প। আর চীনা ছবির রহস্যঘন চরিত্রগুলির কোন একটির মত যে ব্যক্তি নদীতে নৌকায় বসে বীণার তারে ঝংকার তুলছে—ও তো নিজেই ঈশ্বর। আমাদের কাছে বিপুলভাবে অপরিচিত সমগ্র একটি জাতি, সমগ্র একটি সভ্যতা মনে হয় এই কবির কল্পনায় উঠে এসেছে। শুধু এই অপরিচয় আমাদের নাড়া দেয় না, কিন্তু আমরা পদচারণা করেছি রসেটির উইলো গাছের বনে অথবা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় নিজের কণ্ঠস্বর শুনেছি।

নবজাগরণের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সাধুসন্তদের বিভিন্ন লেখা আমাদের মন আর কাড়ে না—যদিও সেগুলির ভাষালঙ্কার ও চিন্তার সাধারণ কাঠামো আমাদের জানা। আমরা জানি যে অবশেষে আমাদের পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে হবে, এবং ক্লান্তি অবসাদ বা উল্লাসের মুহূর্তগুলিতে আমরা স্বেচ্ছায় পৃথিবী ত্যাগের চিন্তাতেও অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা যারা এত কবিতা পড়েছি, অসংখ্য ছবি দেখেছি, এত গান শুনেছি যেখানে শরীরের কান্না ও আত্মার বিলাপ একাকার হয়ে গেছে মনে হয়—সেই আমরা কীভাবে একে নিষ্ঠুর, রূঢ় হয়ে প্রত্যাখ্যান করব? *বুক অভ রিভিলেশনের* ভয়ানক সংক্ষুব্ধ বাগ্মিতা বা সুইটজারল্যান্ডের মনোরম হ্রদগুলি দেখতে অনিচ্ছুক সেন্ট বার্নাডের চোখ আবৃত করে রাখার সঙ্গে আমাদের কোনো মিল আছে কি? বরঞ্চ যদি পারি তো খোঁজ করব—যেমন এই বইটিতে পাওয়া যায়—বিনীত, নম্র কিছু শব্দের। ‘পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই—/ সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥/ ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি—/ সবার আজি প্রসাদবাণী চাই॥/ অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,/ দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।/ প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি—/ পড়েছে ডাক,

চলেছি আমি তাই॥' আর এও আমাদের একান্ত নিজস্ব অনুভূতি, এ কেম্পিস অথবা জন অভ দ্য ক্রুসের থেকে অসীম দূরত্বে তার অবস্থিতি, যেখান থেকে সে বলে, 'জীবন আমার/ এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,/ মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।' তবু শুধু যে বিচ্ছেদ বেদনা ও চিন্তায় এই বই অতলস্পর্শী তা নয়। আমরা কখনও জানিইনি যে ঈশ্বরকে ভলোবেসেছি, হলেও হতে পারে যে তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল। তবুও পেছনে অতীত জীবনের দিকে তাকালে—বনের গহনে পথ খোঁজায়, পাহাড়ের কোলে নির্জন জায়গা পাওয়ার উল্লাসে, প্রেমিকার কাছে ব্যর্থ রহস্যময় দাবি জানানোয়—সেই আবেগ আবিষ্কার করি যে আবেগ এই অভিসারী মাধুর্যের স্রষ্টা। 'অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে/ কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের পরে/ অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ...'। স্বল্প-পরিসর কক্ষে বা গহ্বরে কঠোর নিষ্ঠায় আহৃত বা কশাঘাতে অঙ্কিত পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস এটা নয়; কিন্তু এ হল চিত্রকরের বিভোর ভাবময়তার তীব্রতর এক স্তরে আরোহণ,—যে স্তরে সূর্যের আলো আর ধুলো সমান প্রোজ্জ্বল আর অনুরূপ একটি কণ্ঠস্বরের খোঁজে আমরা সেন্ট ফ্রান্সিস আর উইলিয়ম ব্লেকের কাছে পৌঁছে যাই যাঁরা আমাদের হিংসাদীর্ণ ইতিহাসে পুরোপুরি ব্রাত্য।

(৩)

পরিচিত বাঁধা ঢঙে ও কাঠামোয় আস্থাবান হয়ে আমরা লম্বা লম্বা বই লিখি যার কোনো পাতাতেই হয়ত এমন কোনো গুণ নেই যার প্রভাবে লেখা আনন্দময় হয়ে ওঠে—ঠিক যেমন আমরা লড়ালড়ি করি, টাকাকড়ি করি আর মগজে রাজনীতি ঠাসি—যত সব নির্বুদ্ধিতার কেরামতি—যখন রবীন্দ্রনাথ ঠিক ভারতীয় সভ্যতার মতই সত্তার সন্ধানে ও আবিষ্কারে ব্যাপৃত আছেন, নিবিষ্ট হয়ে আছেন তার স্বতোৎসারিতার কাছে আত্মনিবেদনে। প্রায়শই মনে হয় তিনি তাঁর জীবন তুলনা করছেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা অনেকটা আমাদেরই ঢঙে জীবন যাপন করেন, যাঁদের আপাত দৃষ্টিতে পৃথিবীতে ওজন অনেক বেশি আর এসব কিছুই এমন বিনম্র বিনয়ে পরম নিশ্চিন্ততায় করেন যেন তাঁর বেছে নেওয়া রাস্তাটিই তাঁর জন্য প্রকৃষ্টতম। 'সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে,/ মনে লজ্জা লাগে মোর।/ আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের পরে/ যেন ভিখারিনীর মতো—/ কেহ শুধায় যদি 'কী চাও তুমি' থাকি নিরুত্তরে/ করি দুটি নয়ন নত।' অন্য এক সময়ে জীবন তাঁর কীরকম

ভিন্ন ধাঁচের ছিল তা স্মরণে এনে তিনি বলবেন, 'মন্দভালোর দ্বন্দ্বে খেটে গেছে তো দিন অনেক কেটে,/ অলস বেলার খেলার সাথি এবার আমার হৃদয় টানে—/ বিনা কাজের ডাক পড়েছে/ কেন যে তা কেই-বা জানে।' যা বিশ্বসাহিত্যে বিরল এমন পবিত্রতা ও সারল্য তাঁর লেখনীতে আছে, তাই মনে হয় পাখি, গাছের পাতা ততটাই তাঁর ঘনিষ্ঠ যেমন তারা ঘনিষ্ঠ শিশুদের, এবং ঋতু পরিবর্তন মহৎ ঘটনা, মানুষের মনে চিন্তার উদ্রেক হয়ে ঋতু ও মনের দূরত্ব সৃষ্টি হবার আগে যেমন মহৎ মনে হত। কখনও কখনও আমার বিস্ময় জাগে—কোথা থেকে এটি পেলেন তিনি—বাংলা সাহিত্য থেকে নাকি ধর্ম থেকে; আবার কখনও কখনও, তাঁর অগ্রজের হাতে এসে বসা পাখির কথা স্মরণ করে এই ভেবে পুলকিত হই যে এটি তাঁর বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পাওয়া এমন এক রহস্য যা ট্রিস্টান বা পেলানরের বিনম্র শিষ্টাচারের মতই শতাব্দী প্রাচীন পরম্পরায় বিকশিত হয়েছে। বস্তুত যখন তিনি শিশুদের নিয়ে বলছেন, এই গুণটিই এতটাই তাঁর স্বকীয় মনে হয়, যে আমরা ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে তিনি সাধু মহাত্মাদের কথাও বলছেন না— 'বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,/ ঝিনুক নিয়ে খেলা।/ বিপুল নীল সলিল-পরি/ ভাসায় তারা খেলার তরী/ আপন হাতে হেলায় গড়ি/ পাতায়-গাঁথা ভেলা।/ জগৎ-পারাবারের তীরে/ ছেলেরা করে খেলা।/ জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,/ জানে না জাল ফেলা।/ ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,/ বণিক ধায় তরণী বেয়ে,/ ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে/ সাজায় বসি ঢেলা।/ রতন ধন খোঁজে না তারা,/ জানে না জাল ফেলা।'

ডবলিউ. বি. ইয়েট্স

সেপ্টেম্বর ১৯১২

অনুবাদ : শুভ্রাংশু মৈত্র

# INTRODUCTION

A few days ago I said to a distinguished Bengali doctor of medicine, `I know no German, yet if a translation of a German poet had moved me, I would go to the British Museum and find books in English that would tell me something of his life, and of the history of his thought. But though these prose translations from Rabindranath Tagore have stirred my blood as nothing has for years, I shall not know anything of his life, and of the movements of thought that have made them possible, if some Indian traveller will not tell me.' It seemed to him natural that I should be moved, for he said, `I read Rabindranath every day, to read one line of his is to forget all the troubles of the world.' I said, `An Englishman living in London in the reign of Richard the Second had he been shown translations from Petrarch or from Dante, would have found no books to answer his questions, but would have questioned some Florentine banker or Lombard merchant as I question you. For all I know, so abundant and simple is this poetry, the new renaissance has been born in your country and I shall never know of it except by hearsay.' He answered, `We have other poets, but none that are his equal; we call this the epoch of Rabindranath. No poet seems to me as famous in Europe as he is among us. He is as great in music as in poetry, and his sons are sung from the west of India into Burma wherever Bengali is spoken. He was already famous at nineteen when he wrote his first novel; and plays when he was but little older, are still played in Calcutta. I so much admire the completeness of his life; when he was very young he wrote much of natural objects, he would sit all day in his garden; from his twenty-fifth year or so to his thirty-fifth perhaps, when he had a great sorrow, he wrote the most beautiful love poetry in our language'; and then he said with deep emotion, `words can never express what I owed at seventeen to his love poetry. After that

his art grew deeper, it became religious and philosophical; all the inspiration of mankind are in his hymns. He is the first among our saints who has not refused to live, but has spoken out of Life itself, and that is why we give him our love.' I may have changed his well-chosen words in my memory but not his thought. `A little while ago he was to read divine service in one of our churches—we of the Brahma Samaj use your word `church' in English—it was the largest in Calcutta and not only was it crowded, but the streets were all but impassable because of the people.'

Other Indians came to see me and their reverence for this man sounded strange in our world, where we hide great and little things under the same veil of obvious comedy and half-serious depreciation. When we were making the cathedrals had we a like reverence for our great men? `Every morning at three—I know, for I have seen it'—one said to me, `he sits immovable in contemplation, and for two hours does not awake from his reverie upon the nature of God. His father, the Maha Rishi, would sometimes sit there all through the next day; once, upon a river, he fell into contemplation because of the beauty of the landscape, and the rowers waited for eight hours before they could continue their journey.' He then told me of Mr. Tagore's family and how for generations great men have come out of its cradles. `Today,' he said, `there are Gogonendranath and Abanindranath Tagore, who are artists; and Dwijendranath, Rabindranath's brother, who is a great philosopher. The squirrels come from the boughs and climb on to his knees and the birds alight upon his hands.' I notice in these men's thought a sense of visible beauty and meaning as though they held that doctrine of Nietzsche that we must not believe in the moral or intellectual beauty which does not sooner or later impress itself upon physical things. I said, `In the East you know how to keep a family illustrious. The other day the curator of a museum pointed out to me a little dark-skinned man who was arranging their Chinese prints and said, ``That is

the hereditary connoisseur of the Mikado, he is the fourteenth of his family to hold the post." 'He answered, `When Rabindranath was a boy he had all round him in his home literature and music.' I thought of the abundance, of the simplicity of the poems, and said, `In your country is there much propagandist writing, much criticism? We have to do so much, especially in my own country, that our minds gradually cease to be creative, and yet we cannot help it. If our life was not a continual warfare, we would not have taste, we would not know what is good, we would not find hearers and readers. Four-fifths of our energy is spent in the quarrel with bad taste, whether in our own minds or in the minds of others.' `I understand,' he replied, `we too have our propagandist writing. In the villages they recite long mythological poems adapted from the Sanskrit in the Middle Ages, and they often insert passages telling the people that they must do their duties.'

## II

I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me. These lyrics—which are in the original, my Indians tell me, full of subtlety of rhythm, of untranslatable delicacies of colour, of metrical invention—display in their thought a world I have dreamed of all my live long. The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes. A tradition, where poetry and religion are the same thing, has passed through the centuries, gathering from learned and unlearned metaphor and emotion, and carried back again to the multitude the thought of the scholar and of the noble. If the civilization of Bengal remains unbroken, if that common mind which—as one divines—runs through all, is not, as with us, broken into a dozen minds that

know nothing of each other, something even of what is most subtle in these verses will have come, in a few generations, to the beggar on the roads. When there was but one mind in England, Chaucer wrote his Troilus and Cressida, and thought he had written to be read, or to be read out—for our time was coming on apace—he was sung by minstrels for a while. Rabindranath Tagore, like Chaucer's forerunners, writes music for his words, and one understands at every moment that he is so abundant, so spontaneous, so daring in his passion, so full of surprise, because he is doing something which has never seemed strange, unnatural, or in need of defence. These verses will not lie in little well-printed books upon ladies' tables, who turn the pages with indolent hands that they may sigh over a life without meaning, which is yet all they can know of life, or be carried by students at the university to be laid aside when the work of life begins, but, as the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon the rivers. Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them, this love of God a magic gulf wherein their own more bitter passion may bathe and renew its youth. At every moment the heart of this poet flows outward to these without derogation or condescension, for it has known that they will understand; and it has filled itself with the circumstance of their lives. The traveller in the read-brown clothes that he wears that dust may not show upon him, the girl searching in her bed for the petals fallen from the wreath of her royal lover, the servant or the bride awaiting the master's home-coming in the empty house, are images of the heart turning to God. Flowers and rivers, the blowing of conch shells, the heavy rain of the Indian July, or the moods of that heart in union or in separation; and a man sitting in a boat upon a river playing lute, like one of those figures full of mysterious meaning in a Chinese picture, is God Himself. A whole people, a whole civilization, immeasurably strange to us, seems to have been taken up into this

imagination; and yet we are not moved because of its strangeness, but because we have met our own image, as though we had walked in Rossetti's willow wood, or heard, perhaps for the first time in literature, our voice as in a dream.

Since the Renaissance the writing of European saints—however familiar their metaphor and the general structure of their thought—has ceased to hold our attention. We know that we must at last forsake the world, and we are accustomed in moments of weariness or exaltation to consider a voluntary forsaking; but how can we, who have read so much poetry, seen so many paintings, listened to so much music, where the cry of the flesh and the cry of the soul seems one, forsake it harshly and rudely? What have we in common with St. Bernard covering his eyes that they may not dwell upon the beauty of the lakes of Switzerland, or with the violent rhetoric of the Book of Revelations? We would, if we might, find, as in this book, words full of courtesy. `I have got my leave. Bid me farewell, my brothers! I bow to you all and take my departure. Here I give back the keys of my door—and I give up all claims to my house. I only ask for last kind words from you. We were neighbours for long, but I received more than I could give. Now the day has dawned and the lamp that lit my dark corner is out. A summons has come and I am ready for my journey.' And it is our own mood, when it is furthest from `a Kempis or John of the Cross, that cries, `And because I love this life, I know I shall love death as well.' Yet it is not only in our thoughts of the parting that this book fathoms all. We had not known that we loved God, hardly it may be that we believed in Him; yet looking backward upon our life we discover, in our exploration of the pathways of woods, in our delight in the lonely places of hills, in that mysterious claim that we have made, unavailingly on the woman that we have loved, the emotion that created this insidious sweetness. `Entering my heart unbidden even as one of the common crowd, unknown to me, my king, thou didst

press the signet of eternity upon many a fleeting moment.' This is no longer the sanctity of the cell and of the scourge; being but a lifting up, as it were, into a greater intensity of the mood of the painter, painting the dust and the sunlight, and we go for a like voice to St. Francis and to William Blake who have seemed so alien in our violent history.

## III

We write long books where no page perhaps has any quality to make writing a pleasure, being confident in some general design, just as we fight and make money and fill our heads with politics—all dull things in the doing—while Mr. Tagore, like the Indian civilization itself, has been content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity. He often seems to contrast life with that of those who have loved more after our fashion, and have more seeming weight in the world, and always humbly as though he were only sure his way is best for him: `Men going home glance at me and smile and fill me with shame. I sit like a beggar maid, drawing my skirt over my face, and when they ask me, what it is I want, I drop my eyes and answer them not.' At another time, remembering how his life had once a different shape, he will say, `Many an hour I have spent in the strife of the good and the evil, but now it is the pleasure of my playmate of the empty days to draw my heart on to him; and I know not why this sudden call to what useless inconsequence.' An innocence, a simplicity that one does not find elsewhere in literature makes the birds and the leaves seem as near to him as they are near to children, and the changes of the seasons great events as before our thoughts had arisen between them and us. At times I wonder if he has it from the literature of Bengal or from religion, and at other times, remembering the birds alighting on his brother's hands, I find pleasure in thinking it hereditary, a mystery that was growing through the centuries like the courtesy of a Tristan or a

Pelanore. Indeed, when he is speaking of children, so much a part of himself this quality seems, one is not certain that he is not also speaking of the saints, `They build their houses with sand and they play with empty shells. With withered leaves they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. Children have their play on the seashore of worlds. They know not how to swim, they know not how to cast nets. Pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, while children gather pebbles and scatter them again. They seek not for hidden treasures, they know not how to cast nets.'

W. B. YEATS

September 1912

# সূচীপত্র

অনেক কালের যাত্রা আমার
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
আজি শ্রাবণঘন-গহন-মোহে
আমার এ গান ছেড়েছে তার
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই —
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
আমার মিলন লাগি তুমি
আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
আমারে তুমি অশেষ করেছ
আমি আমায় করব বড়ো
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
আমি হাল ছাড়লে তবে
আমি হেথায় থাকি শুধু
আর আমায় আমি নিজের শিরে
আর নাইরে বেলা, নামল ছায়া
আলো, আমার আলো, ওগো
এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
একলা আমি বাহির হলেম
একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
এবার তোরা আমার যাওয়ার বেলাতে
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
ওগো আমার এই জীবনের
ওগো মৌন, না যদি কও
কত আজানারে জানাইলে তুমি,
কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
কে গো অন্তরতর সে।
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কোলাহল তো বারণ হল
খোকার চোখে যে ঘুম আসে
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
চাই গো আমি তোমারে চাই
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
ছিন্ন করে লও হে মোরে
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
জগৎ-পারাবারের তীরে
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
জীবন যখন শুকায়ে যায়
জীবনে যা চিরদিন
জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
তখন করি নি, নাথ, কোনো আয়োজন;
তখন রাত্রি আঁধার হল
তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন —
তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া

তব সিংহাসনের আসন হতে
তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর
তারা দিনের বেলা এসেছিল
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
তুমি কেমন করে গান কর যে, গুণী
তুমি যখন গান গাহিতে বল
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
তোমার কাছে চাইনি কিছু,
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
প্রেমের হাতে ধরা দেব
‘বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
ভজন পূজন সাধন আরাধনা
ভাঙা দেউলের দেবতা,
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব
ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে

মরণ যেদিন দিনের শেষে
মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু,
মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি
মেঘের ’পরে মেঘ জমেছে
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
যাবার দিনে এই কথাটি
যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে
রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
সংসারেতে আর - যাহারা
সে যে পাশে এসে বসেছিল
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।
হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ

# First line Index

Art thou abroad on this stormy night
At this time of my parting, wish me
Beautiful is thy wristlet,
By all means they try to hold me
Clouds heap upon clouds and it darkens
Day after day, O Lord of my life,
Death, thy servant, is at my door.
Deity of the ruined temple!
Deliverance is not for me in renunciation.
Early in the day it was whispered
Ever in my life have I sought
Have you not heard his silent steps?
He came and sat by my side
He it is, the innermost one,
He whom I enclose with my name
Here is thy footstool and there rest thy feet
I am here to sing thee songs.
I am like a remnant of a cloud of autumn
I am only waiting for love to give myself
I ask for a moment's indulgence to sit by thy side
I asked nothing from thee; I uttered
I boasted among men that I had known you
I came out alone on my way to my tryst.
I dive down into the depth of the ocean
I had gone a-begging from door to door

I have got my leave. Bid me farewell,

I have had my invitation to this world's festival,

I know not from what distant time

I know not how thou singest, my master

I know that the day will come

I know thee as my God and stand apart

I must launch out my boat.

I thought I should ask of thee —

I thought that my voyage had come to its end

I was not aware of the moment

I will deck thee with trophies,

If it is not my portion to meet thee

If the day is done, if birds sing no more,

If thou speakest not I will fill my heart

In desperate hope I go and search for her

In one salutation to thee, my God,

In the deep shadows of the rainy July,

In the night of weariness let me give myself

Is it beyond thee to be glad with the gladness

It is the pang of separation that spreads

Languor is upon your heart and

Leave this chanting and singing

Let all the Strains of joy mingle in my last song

Let only that little be left of me

Life of my life I shall ever try to keep my body pure

Light, my light, the world-filling light,

Light, oh where is the light?

Mother, I shall weave a chain of pearls
My desires are many and my cry is pitiful
My song has put off her adornments
No more noisy, loud words form me
O Fool, try to carry thyself upon thy own shoulders
O thou the last fulfilment of life,
Obstinate are the trammels,
On many an idle day have I grieved
On the day when death will knock at thy door
On the day when the lotus bloomed,
On the seashore of endless worlds
On the slope of the desolate river among
Pluck this little flower and take it
'Prisoner, tell me, who was it that bound you?'
She who ever had remained in the  depth of my being,
That I should make much of myself
That I want thee, only thee —
The child who is decked with princes robes
The day is no more, the shadow is upon the earth
The day was when I did not keep myself
The morning sea of silence broke into ripples
The night darkened.
The night is nearly spent waiting for him
The rain has held back for days and days,
The same stream of life that runs
The sleep that flits on baby's eyes
The song that I came to sing

The time that my journey takes is long
This is my delight, thus to wait and watch
This is my prayer to thee, my lord —
Thou art the sky and thou art the nest as well.
Thou hast made me endless,
Thou hast made me known to friends
Thus it is that thy joy in me is so full
Thy gifts to us mortals fulfil all our needs
Thy sunbeam comes upon this earth of mine
Time is endless in thy hands, my lord.
What divine drink wouldst thou have,
When I bring to you coloured toys,
When I give up the helm I know that
When I go from hence let this be my parting word
When it was day they came into my house
When my play was with thee
When the creation was new and all the stars
When the heart is hard and parched up,
When the warriors came out first
When thou commandest me to sing
Where dost thou stand behind them
Where the mind is without fear
Yes, I know, this is nothing but thy love
You came down from your throne

## ১

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।

তোমারি ওই অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সারা কত-না যুগ ধরি,
কেবলই আমি লব।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯
গীতিমাল্য ২৩

1

Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.

## ২

তুমি যখন গান গাহিতে বল
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে,
দুই আঁখি মোর করে ছল ছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে,
জানি আমি এই গানেরই বলে
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৭৮

2

When thou commandest me to sing it seems that my heart would break with pride; and I look to thy face, and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony—and my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea.

I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a singer I come before thy presence.

I touch by the edge of the far-spreading wing of my song thy feet which I could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget myself and call thee friend who art my lord.

৩

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে;
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে;
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি!

১০ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি
গীতাঞ্জলি ২২

## 3

I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent amazement.

The light of thy music illumines the world. The life breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on.

My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music, my master!

৪

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী-দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,
এই কথা সদা স্মরি মোর সর্বধ্যান
সর্বচিন্তা হতে আমি সর্বচেষ্টা করি
সর্বমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহরি।

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব অমঙ্গল —
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্মল।
সর্ব কর্মে তব শক্তি এই জেনে সার
করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৭৫

4

Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs.

I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind.

I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart.

And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act.

৫

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

শিলাইদহ
২৯ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ২০

## 5

I ask for a moment's indulgence to sit by thy side. The works that

I have in hand I will finish afterwards.

Away from the sight of thy face my heart knows no rest nor respite, and my work becomes an endless toil in a shoreless sea of toil.

Today the summer has come at my window with its sighs and murmurs; and the bees are plying their minstrelsy at the court of the flowering grove.

Now it is time to sit quite, face to face with thee, and to sing dedication of life in this silent and overflowing leisure.

৬

ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়!
ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

কখন্ যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
আসবে আঁধার করে,
কখন্ তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।
যেটুকু এর রঙ ধরেছে,
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে,
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুসময়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

৩ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৮৭

Pluck this little flower and take it, delay not! I fear lest it droop and drop into the dust.

It may not find a place in thy garland, but honour it with a touch of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware, and the time of offering go by.

Though its colour be not deep and its smell be faint, use this flower in thy service and pluck it while there is time.

৭

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি
যদি সকল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

কলিকাতা
১ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১২৫

7

My song has put off her adornments. She has no pride of dress and decoration. Ornaments would mar our union; they would come between thee and me; their jingling would drown thy whispers.

My poet's vanity dies in shame before thy sight. O master poet, I have sat down at thy feet. Only let me make my life simple and straight, like a flute of reed for thee to fill with music.

৮

রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন-হার —
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলই যায় ঘুরে,
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,
পাছে ধুলায় হয় সে দাগি,
আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হতে দূরে,
চলতে গেলে ভাবনা ধরে তার —
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

কী হবে মা অমনতরো রাজার মতো সাজে,
কী হবে ওই মণিরতন-হারে —
দুয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্রবায়ু-ধুলাকাদার পাড়ে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা
সমস্ত দিন নানান খেলা,
চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

বোলপুর
২ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১২৭

## 8

The child who is decked with prince's robes and who has jewelled chains round his neck loses all pleasure in his play; his dress hampers him at every step.

In fear that it may be frayed, or stained with dust he keeps himself from the world, and is afraid even to move.

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keep one shut off from the healthful dust of the earth, if it rob one of the right of entrance to the great fair of common human life.

৯

আর আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে
রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
বেড়িয়ে পড়ব অবহেলে —
কোনো খবর রাখব না ওর,
কোনো কথাই কইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ
করে সে,
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।
ওরে সেই অশুচি, দুই হাতে তার
যা এনেছে চাই নে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজবে না যা
সে আর আমি সইব না
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১০৫

## 9

O Fool, try to carry thyself upon thy own shoulders! O beggar, to come beg at thy own door!

Leave all thy burdens on his hands who can bear all, and never look behind in regret.

Thy desire at once puts out the light from the lamp it touches with its breath. It is unholy—take not thy gifts through its unclean hands. Accept only what is offered by sacred love.

## ১০

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে —
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি —
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১০৭

## 10

Here is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost.

When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to the depth where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and lost.

Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the humble among the poorest, and lowliest, and lost.

My heart can never find its way to where thou keepest company with the companionless among the poorest, the lowliest, and the lost.

## ১১

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ —
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার ’পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কয়া | গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১১৯

Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put of thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil!

Deliverance? Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation; he is bound with us all for ever.

Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense! What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

## ১২

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে —
বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

'এই যে তুমি' এই কথাটি
বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
'আছ-আছ'র স্রোত বহে যায়
'কই তুমি কই' এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে।

শিলাইদহ
২৪ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ১৪

## 12

The time that my journey takes is long and the way of it long.

I came out on the chariot of the first gleam of light, and pursued my voyage through the wildernesses of worlds leaving my track on many a star and planet.

It is the most distant course that comes nearest to thyself, and that training is the most intricate which leads to the utter simplicity of a tune.

The traveller has to knock at every alien door to come to his own, and one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end.

My eyes strayed far and wide before I shut them and said 'Here art thou!'

The question and the cry 'Oh, where?' melt into tears of a thousand streams and deluge the world with the flood of the assurance 'I am!'

## ১৩

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া —
আজো কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধরে —
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কলিকাতা
২৭ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৩৯

## 13

The song that I came to sing remains unsung to this day.

I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument.

The time has not come true, the words have not been rightly set; only there is the agony of wishing in my heart.

The blossom has not opened; only the wind is sighing by.

I have not seen his face, nor have I listened to his voice; only I have heard his gentle footsteps from the road before my house.

The livelong day has passed in spreading his seat on the floor; but the lamp has not been lit and I cannot ask him into my house.

I live in the hope of meeting with him; but this meeting is not yet.

## ১৪

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।
আমি কখনো-বা ভুলি, কখনো-বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে
যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।

১৩১৩
গীতাঞ্জলি ২

## 14

My desires are many and my cry is pitiful, but ever didst thou save me by hard refusals; and this strong mercy has been wrought into my life through and through.

Day by day thou art making me worthy of the simple, great gifts that thou gavest to me unasked—this sky and the light, this body and the life and the mind—saving me from perils of overmuch desire.

There are times when I languidly linger and times when I awaken and hurry in search of my goal; but cruelly thou hidest thyself from before me.

Day by day thou art making me worthy of thy full acceptance by refusing me ever and anon, saving me from perils of weak, uncertain desire.

## ১৫

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎসভায়
এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে
লাগি নি নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ।
নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন্‌।
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে বীণা সোনার সুরে
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৩১

## 15

I am here to sing thee songs. In this hall of thine I have a corner seat.

In thy world I have no work to do; my useless life can only break out in tunes without a purpose.

When the hour strikes for thy silent worship at the dark temple of midnight, command me, my master, to stand before thee to sing.

When in the morning air the golden harp is tuned, honour me, commanding my presence.

১৬

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্নাহাসি।
এখন সময় হয়েছে কি।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন।

শিলাইদহ
৩০ আশ্বিন ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৪৪

## 16

I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard.

It was my part at this feast to play upon my instrument, and I have done all I could.

Now, I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation?

## ১৭

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে;
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।
বিধিবিধান-বাঁধনডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে,
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে,
সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।
শেষ হয়ে যে গেল বেলা,
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা,
ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরল তারা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৫১

17

I am only waiting for love to give myself up at last into his hands. That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions.

They come with their laws and their codes to bind me fast; but I evade them ever, for I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.

People blame me and call me heedless; I doubt not they are right in their blame.

The market day is over and work is all done for the busy. Those who came to call me in vain have gone back in anger. I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.

১৮

মেঘের ’পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।

তুমি যদি না দেখা দাও,
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ১৬

## 18

Clouds heap upon clouds and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone?

In the busy moments of the noontide work I am with the crowd, but on this dark lonely day it is only for thee that I hope.

If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long, rainy hours.

I keep gazing on the far-away gloom of the sky, and my heart wanders wailing with the restless wind.

## ১৯

ওগো মৌন, না যদি কও
না-ই কহিলে কথা।
বক্ষ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা।
স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে,
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা
ধৈর্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।
তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা?

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৭১

19

If thou speakest not I will fill my heart with thy silence and endure it. I will keep still and wait like the night with starry vigil and its head bent low with patience.

The morning will surely come, the darkness will vanish, and thy voice pour down in golden streams breaking through the sky.

Then thy words will take wing in songs from every one of my birds' nests, and thy melodies will break forth in flowers in all my forest groves.

## ২০

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন-সমীরণে।

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ১৭

## 20

On the day when the lotus bloomed, alas, my mind was straying, and I knew it not. My basket was empty and the flower remained unheeded.

Only now and again a sadness fell upon me, and I started up from my dream and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind.

That vague sweetness made my heart ache with longing and it seemed to me that is was the eager breath of the summer seeking for its completion.

I knew not then that it was so near, that it was mine, and that this perfect sweetness had blossomed in the depth of my own heart.

## ২১

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা,
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা করে
বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি।
জল উঠেছে ছলছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্য মনে কোথায় তাকাস?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ১৬

## 21

I must launch out my boat. The languid hours pass by on the shore—Alas for me!

The spring has done its flowering and taken leave. And now with the burden of faded futile flowers I wait and linger.

The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane the yellow leaves flutter and fall.

What emptiness do you gaze upon! Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the far-away song floating from the other shore?

## ২২

আজি        শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের ’পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে;

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ১৮

## 22

In the deep shadows of the rainy July, with secret steps, thou walkest, silent as night, eluding all watchers.

Today the morning has closed its eyes, heedless of the insistent calls of the loud east wind, and a thick veil has been drawn over the ever-wakeful blue sky.

The woodlands have hushed their songs, and doors are all shut at every house. Thou art the solitary wayfarer in this deserted street. Oh my only friend, my best beloved, the gates are open in my house—do not pass by like a dream.

## ২৩

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

'পদ্মা' বোট
শ্রাবণ ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ২০

23

Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my friend? The sky groans like one in despair.

I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend!

I can see nothing before me. I wonder where lies thy path!

By what dim shore of the ink-black river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my friend?

২৪

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে —
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে —
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষাপানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।

কলিকাতা
২৯ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৫৭

## 24

If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged tired, then draw the veil of darkness thick upon me, even as thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep and tenderly closed the petals of the drooping lotus at dusk.

From the traveller, whose sack of provisions is empty before the voyage is ended, whose garment is torn and dustladen, whose strength is exhausted, remove shame and poverty, and renew his life like a flower under the cover of thy kindly night.

## ২৫

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি,
মন্দপদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল
তোমার পূজার বৃন্ত করে সে শিথিল
ম্রিয়মাণ — তখনো না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়
তোমা-পানে।

তোমা- ’পরে করিয়া নির্ভর
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে
নিদ্রারে আহ্বান করি। প্রাণপণ বলে
ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।

রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে,
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৯৮

# 25

In the night of weariness let me give myself up to sleep without struggle, resting my trust upon thee.

Let me not force my flagging spirit into a poor preparation for thy worship.

It is thou who drawest the veil of night upon the tired eyes of the day to renew its sight in a fresher gladness of awakening.

২৬

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

জেগে দেখি দখিন-হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায় —
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি।

বোলপুর
১২ বৈশাখ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৬১

26

He came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep it was, O miserable me!

He came when the night was still; he had his harp in his hands, and my dreams became resonant with its melodies.

Alas, why are my nights all thus lost? Ah, why do I ever miss his sight whose breath touches my sleep?

## ২৭

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা —
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনাদূতী গাহিছে, ‘ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।’

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

## 27

Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire!

There is the lamp but never a flicker of a flame—is such thy fate, my heart? Ah, death were better by far for thee!

Misery knocks at thy door, and her message is that thy lord is wakeful, and he calls thee to the love-tryst through the darkness of night.

The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. I know not what this is that stirs in me—I know not its meaning.

A moment's flash of lightning drags down a deeper gloom on my sight, and my heart gropes for the path to where the music of the night calls me.

Light, oh where is the light! Kindle it with the burning fire of desire! It thunders and the wind rushes screaming through the void. The night is black as a black stone. Let not the hours pass by in the dark. Kindle the lamp of love with thy life.

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ১৭

২৮

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৪৫

## 28

Obstinate are the trammels, but my heart aches when I try to break them.

Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed.

I am certain that priceless wealth is in thee, and that thou art my best friend, but I have not the heart to sweep away the tinsel that fills my room

The shroud that covers me is a shroud of dust and death; I hate it, yet hug it in love.

My debts are large, my failures great, my shame secret and heavy; yet when I come to ask for my good, I quake in fear lest my prayer be granted.

২৯

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
মরছে সে এই নামের কারাগারে।
সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ওই আকাশপানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।

জড়ো করে ধূলির ’পরে ধূলি
নামটারে মোর উচ্চ করে তুলি।
ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে
চিত্ত মম বিরাম নাহি মানে,
যতন করি যতই এ মিথ্যারে
ততই আমি হারাই আপনারে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৪৩

29

He whom I enclose with my name is weeping in this dungeon. I am ever busy building this wall all around; and as this wall goes up into the sky day by day I lose sight of my true being in its dark shadow.

I take pride in this great wall, and I plaster it with dust and sand lest a least hole should be left in this name; and for all the care I take I lose sight of my true being.

## ৩০

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,
আবার দেখি তারে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে —
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি, প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে।

১৪ আষাঢ় ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ১০৩

## 30

I came out alone on my way to my tryst. But who is this that follows me in the silent dark?

I move aside to avoid his presence but I escape him not.

He makes the dust rise from the earth with his swagger; he adds his loud voice to every word that I utter.

He is my own little self, my lord, he knows no shame; but I am ashamed to come to thy door in his company.

## ৩১

‘বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে।’
প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়ো,
রাজার কড়ি করেছিলেম
নিজের ঘরে জড়ো।
ঘুম লাগিতে শুয়েছিলেম
প্রভুর শয্যা পেতে,
জেগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাণ্ডারেতে।

‘বন্দী ওগো, কে গড়েছে
বজ্রবাঁধনখানি।’
আপ্‌নি আমি গড়েছিলেম
বহু যতন মানি।
ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন,
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।

## 31

'Prisoner, tell me, who was it that bound you?'

'It was my master,' said the prisoner. 'I thought I could outdo everybody in the world in wealth and power, and I amassed in my own treasure-house the money due to my king. When sleep overcame me I lay upon the bed that was for my lord, and on waking up I found I was a prisoner in my own treasure-house.'

'Prisoner, tell me, who was it that wrought this unbreakable chain?'

'It was I,' said the prisoner, 'who forged this chain very carefully. I thought my invincible power would hold the world captive leaving me in a freedom undisturbed. Thus night and day I worked at the chain with huge fires and cruel hard strokes. When at last the work was done and the links were complete and unbreakable, I found that it held me in its grip.'

গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

বোলপুর
৯ বৈশাখ ১৩১৩
খেয়া : বন্দী

৩২

সংসারেতে আর-যাহারা
আমায় ভালোবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে
বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাকো
ছেড়েই রাখ দাসে।

আর-সকলে, ভুলি পাছে
তাই রাখে না একা।
দিনের পরে কাটে যে দিন,
তোমারি নেই দেখা।
তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি,
যা খুশি তাই নিয়ে থাকি;
তোমার খুশি চেয়ে আছে
আমার খুশির আশে।

ই. আই. আর. রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৫২

## 32

By all means they try to hold me secure who love me in this world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, and thou keepest me free.

Lest I forget them they never venture to leave me alone. But day passes by after day and thou art not seen.

If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart, thy love for me still waits for my love.

## ৩৩

তারা দিনের বেলা এসেছিল
আমার ঘরে,
বলেছিল, একটি পাশে
রইব পড়ে।
বলেছিল, দেব্‌তাসেবায়
আমরা হব তোমার সহায় —
যা-কিছু পাই প্রসাদ লব
পূজার পরে।

এমনি করে দরিদ্র ক্ষীণ
মলিন বেশে
সংকোচেতে একটি কোণে
রইল এসে।
রাতে দেখি প্রবল হয়ে
পশে আমার দেবালয়ে,
মলিন হাতে পূজার বলি
হরণ করে।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৮০

## 33

When it was day they came into my house and said, 'We shall only take the smallest room here.'

They said, 'We shall help you in the worship of your God and humbly accept only our own share in his grace'; and then they took their seat in a corner and they sat quiet and meek.

But in the darkness of night I find they break into my sacred shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy greed the offerings from God's altar.

৩৪

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি,
ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক্ বাকি —
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

তোমায় আমি কোথাও নাহি ঢাকি
কেবল আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে,
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকি —
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

১৫ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৩৮

## 34

Let only that little be left of me whereby I may name thee my all.

Let only that little be left of my will whereby I may feel thee on every side, and come to thee in everything, and offer to thee my love every moment.

Let only that little be left of me whereby I may never hide thee.

Let only that little of my fetters be left whereby I am bound with thy will, and thy purpose is carried out in my life—and that is the fetter of thy love.

৩৫

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় —

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা —
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৭২

35

Where the mind is without fear and the head is held high;

Where knowledge is free;

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from the depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action—

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

## ৩৬

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন —
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৯৯

## 36

This is my prayer to thee, my lord—strike, strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.

Give me the strength to make my love fruitful in service.

Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might.

Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.

And give me the strength to surrender my strength to thy will with love.

## ৩৭

ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ,
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।

কী নিরখি আজি, এ কী অফুরান লীলা,
এ কী নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে,
নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকে,
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।

কলিকাতা। ঠিকাগাড়িতে
৩১ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১২৪

## 37

I thought that my voyage had come to its end at the last limit of my power,—that the path before me was closed, that provisions were exhausted and the time come to take shelter in a silent obscurity.

But I find that thy will knows no end in me. And when old words die out on the tongue, new melodies break forth from the heart; and where the old tracks are lost, new country is revealed with its wonders.

৩৮

চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই —
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা ওগো
তোমায় আমি চাই।

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই —
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।

৩ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৮৮

# 38

That I want thee, only thee—let my heart repeat without end. All desires that distract me, day and night, are false and empty to the core.

As the night keeps hidden in its gloom the petition for light, even thus in the depth of my unconsciousness rings the cry—'I want thee, only thee'.

As the storm still seeks its end in peace when it strikes against peace with all its might, even thus my rebellion strikes against thy love and still its cry is—'I want thee, only thee'.

## ৩৯

জীবন যখন শুকায়ে যায়
        করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
        গীতসুধারসে এসো।
                কর্ম যখন প্রবল-আকার
                গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার,
                হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ,
                        শান্তচরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
        রাজ-সমারোহে এসো।
                বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
                অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
                ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
                        রুদ্র আলোকে এসো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৫৮

## 39

When the heart is hard and parched up, come upon me with a shower of mercy.

When grace is lost from life, come with a burst of song.

When tumultuous work raises its din on all sides shutting me out from beyond, come to me, my lord of silence, with thy peace and rest.

When my beggarly heart sits crouched, shut up in a corner, break open the door, my king, and come with the ceremony of a king.

When desire blinds the mind with delusion and dust, O thou holy one, thou wakeful, come with thy light and thy thunder.

৪০

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা — কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কশাঘাতে
সচকিত করো মোর দিগ্‌দিগন্তর।
সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো নাথ, চাহো
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে
পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৮৬

## 40

The rain has held back for days and days, my God, in my arid heart. The horizon is fiercely naked—not the thinnest cover of a soft cloud, not the vaguest hint of a distant cool shower.

Send thy angry storm, dark with death, if it is thy wish, and with lashes of lightning startle the sky from end to end.

But call back, my lord, call back this pervading silent heat, still and keen and cruel, burning the heart with dire despair.

Let the cloud of grace bend low from above like the tearful look of the mother on the day of the father's wrath.

## ৪১

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে।
যারা ধুলা-পায়ে ধায় গো পথে, তোমায় ঠেলে যায়,
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো, যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে,
আমার সাজি হয় যে খালি।

ওগো, সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগছে ঘুমঘোর।
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে,
মনে লজ্জা লাগে মোর।
আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের ’পরে
যেন ভিখারিনীর মতো—
কেহ শুধায় যদি ‘কী চাও তুমি’ থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত।

আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি ‘তোমায় শুধু চাহি’,
আমি বলব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনী দিন বাহি,
তুমি আসবে আমার তরে।
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব
তারে দিব বিসর্জন—
ওগো, অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রইল সংগোপন।

Where dost thou stand behind them all, my lover, hiding thyself in the shadows? They push thee and pass thee by on the dusty road, taking thee for naught. I wait here weary hours spreading my offerings for thee, while passers-by come and take my flowers, one by one, and my basket is nearly empty.

The morning time is past, and the noon. In the shade of evening my eyes are drowsy with sleep. Men going home glance at me and smile and fill me with shame. I sit like a beggar maid, drawing my skirt over my face, and when they ask me, what it is I want, I drop my eyes and answer them not.

Oh, how, indeed, could I tell them that for thee I wait, and that thou hast promised to come. How could I utter for shame that I keep for my dowry this poverty. Ah, I hug this pride in the secret of my heart.

I sit on the grass and gaze upon the sky and dream of the sudden splendour of thy coming—all the lights ablaze, golden pennons flying over thy car, and they at the roadside standing agape, when they see thee come down from thy seat to raise me from the dust, and set at thy side this ragged beggar girl a-tremble with shame and pride, like a creeper in a summer breeze.

But time glides on and still no sound of the wheels of thy chariot. Many a procession passes by with noise and shouts and glamour of glory. Is it only thou who wouldst stand in the shadow silent and behind them all? And only I who would wait and weep and wear out my heart in vain longing?

আমি সুদূর-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন-মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের ’পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলমল,
সাথে বাজবে বাঁশির তান—
তোমার প্রতাপ-ভরে বসুন্ধরা করবে টলমল,
আমার উঠবে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে;
হেসে দু হাত ধরে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিন বেশে ভিখারিনীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে,
তখন লতার মতো কাঁপব আমি গর্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।
ওগো, সময় বয়ে যাচ্ছে চলে, রয়েছি কান পেতে—
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ পথ দিয়ে কত-না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে,
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে।
তারে রাখবে মলিন বেশে?

শান্তিনিকেতন
২ আষাঢ় ১৩১৩
খেয়া : প্রচ্ছন্ন

৪২

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

আজো সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি?
ওগো ওই-যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের ’পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

বোলপুর
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৮৩

42

Early in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this our pilgrimage to no country and to no end.

In that shoreless ocean, at thy silently listening smile my songs would swell in melodies, free as waves, free from all bondage of words.

Is the time not come yet? Are there works still to do? Lo, the evening has come down upon the shore and in the fading light the seabirds come flying to their nests.

Who knows when the chains will be off, and the boat, like the last glimmer of sunset, vanish into the night?

## ৪৩

তখন করি নি, নাথ, কোনো আয়োজন;
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের ’পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ! লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি —
দেখি তারা স্মৃতি-মাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত-না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে!

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধুলাস্তূপ খেলাঘর দেখে!
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি — আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীত-সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৩৩

The day was when I did not keep myself in readiness for thee; and entering my heart unbidden even as one of the common crowd, unknown to me, my king, thou didst press the signet of eternity upon many a fleeting moment of my life.

And today when by chance I light upon them and see thy signature, I find they have lain scattered in the dust mixed with the memory of joys and sorrows of my trivial days forgotten.

Thou didst not turn in contempt from my childish play among dust, and the steps that I heard in my playroom are the same that are echoing from star to star.

৪৪

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে।
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ৭

## 44

This is my delight, thus to wait and watch at the wayside where shadow chases light and the rain comes in the wake of the summer.

Messengers, with tidings from unknown skies, greet me and speed along the road. My heart is glad within, and the breath of the passing breeze is sweet.

From dawn till dusk I sit here before my door, and I know that of a sudden the happy moment will arrive when I shall see.

In the meanwhile I smile and I sing all alone. In the meanwhile the air is filling with the perfume of promise.

৪৫

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন-মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী —
সে যে আসে, আসে, আসে।

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

কলিকাতা
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৬২

## 45

Have you not heard his silent steps? He comes, comes, ever comes.

Every moment and every age, every day and every night he comes, comes, ever comes.

Many a song have I sung in many a mood of mind, but all their notes have always proclaimed, 'He comes, comes, ever comes.'

In the fragrant days of sunny April through the forest path he comes, comes, ever comes.

In the rainy gloom of July nights on the thundering chariot of clouds he comes, comes, ever comes.

In sorrow after sorrow it is his steps that press upon my heart, and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine.

৪৬

আমার মিলন লাগি তুমি
　　আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
　　রাখবে কোথায় ঢেকে।
　　　　কত কালের সকাল-সাঁঝে
　　　　তোমার চরণধ্বনি বাজে,
　　　　গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
　　　　　　গেছে আমায় ডেকে।

ওগো পথিক, আজকে আমার
　　সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন
　　উঠছে কেঁপে কেঁপে।
　　　　যেন সময় এসেছে আজ,
　　　　ফুরালো মোর যা ছিল কাজ —
　　　　বাতাস আসে হে মহারাজ,
　　　　　　তোমার গন্ধ মেখে।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৩৪

## 46

I know not from what distant time thou art ever coming nearer to meet me. Thy sun and stars can never keep thee hidden from me for aye.

In many a morning and eve thy footsteps have been heard and thy messenger has come within my heart and called me in secret.

I know not why today my life is all astir, and a feeling of tremulous joy is passing through my heart.

It is as if the time were come to wind up my work, and I feel in the air a faint smell of thy sweet presence.

৪৭

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
লাগছে মনে ভয়—
সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার-দেশে!
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে তো তার জানা—
ওগো, তোরা পথ ছেড়ে দিস,
করিস নে কেউ মানা।

যদি-বা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর,
শপথ আমার, তোরা কেহ
ভাঙাস নে সে ঘোর।
চাই নে জাগতে পাখির রবে
নতুন আলোর মহোৎসবে,
চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল
বকুল ফুলের বাসে—
তোরা আমায় ঘুমোতে দিস
যদিই-বা সে আসে।

ওগো, আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে—
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি

The night is nearly spent waiting for him in vain. I fear lest in the morning he suddenly come to my door when I have fallen asleep wearied out. Oh friends, leave the way open to him—forbid him not.

If the sound of his steps does not wake me, do not try to rouse me, I pray. I wish not to be called from my sleep by the clamorous choir of birds, by the riot of wind at the festival of morning light. Let me sleep undisturbed even if my lord comes of a sudden to my door.

Ah, my sleep, precious sleep, which only waits for his touch to vanish. Ah, my closed eyes that would open their lids only to the light of his smile when he stands before me like a dream emerging from darkness of sleep.

Let him appear before my sight as the first of all lights and all forms. The first thrill of joy to my awakened soul let it come from his glance. And let my return to myself be immediate return to him.

দেখব তারি নয়নদুটি
মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আসবে মোর চোখের ’পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে জাগে।
প্রথম চমক লাগবে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভরে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।

কলিকাতা
১০ চৈত্র ১৩১২
খেয়া : জাগরণ

## ৪৮

তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
পাখিরা গান গেয়ে।
তখন পথের দুটি ধারে
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
মেঘের কোণে রঙ ধরেছে
দেখি নি কেউ চেয়ে।
মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
চলেছিলেম ধেয়ে।

মোরা সুখের বশে গাই নি তো গান,
করি নি কেউ খেলা।
চাই নি ভুলে ডাহিন-বাঁয়ে,
হাটের লাগি যাই নি গাঁয়ে,
হাসি নি কেউ, কই নি কথা,
করি নি কেউ হেলা।
মোরা ততই বেগে চলেছিলেম
যতই বাড়ে বেলা।

শেষে সূর্য যখন মাঝ-আকাশে,
কপোত ডাকে বনে—
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে।
চলে গেল উচ্চশিরে,
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে।
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কত দূরের দেশে!

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে।
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে—
পাখির গানে, বাঁশির তানে,
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলেম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,
আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর করে তোলে—
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জনকল্লোলে।

সেই রৌদ্রে-ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।

ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের ’পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে—
ধীরে ঘুমিয়ে প’লেম অবশ দেহে
কখন কে তা জানে।

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে
ফুটল যখন আঁখি,
চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি—
ওগো, ভেবেছিলেম আছে আমার
কত-না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলেম পরানপণে
সজাগ রব সবে—
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলেম, তুমি
আপনি এলে কবে।

কলিকাতা
৬ চৈত্র ১৩১২
খেয়া : নিরুদ্যম

48

The morning sea of silence broke into ripples of bird songs; and the flowers were all merry by the roadside; and the wealth of gold was scattered through the rift of the clouds while we busily went on our way and paid no heed.

We sang no glad songs nor played; we went not to the village for barter; we spoke not a word nor smiled; we lingered not on the way. We quickened our pace more and more as the time sped by.

The sun rose to the mid sky and doves cooed in the shade.

Withered leaves danced and whirled in the hot air of noon. The shepherd boy drowsed and dreamed in the shadow of the banyan tree, and I laid myself down by the water and stretched my tired limbs on the grass.

My companions laughed at me in scorn; they held their heads high and hurried on; they never looked back nor rested; they vanished in the distant blue haze. They crossed many meadows and hills, and passed through strange, far-away countries. All honour to you, heroic host of the interminable path! Mockery and reproach pricked me to rise, but found no response in me. I gave myself up for lost in the depth of a glad humiliation—in the shadow of a dim delight.

The repose of the sun-embroidered green gloom slowly spread over my heart. I forgot for what I had travelled, and I surrendered my mind without struggle to the maze of shadows and songs.

At last, when I woke from my slumber and opened my eyes, I saw thee standing by me, flooding my sleep with thy smile. How I had feared that the path was long and wearisome, and the struggle to reach thee was hard!

৪৯

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা বসে আপন-মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

তোমার সভায় কত-না গান
কতই আছেন গুণী;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজল তোমার প্রেমে।
লাগল বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

২৭ চৈত্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৫৬

## 49

You came down from your throne and stood at my cottage door.

I was singing all alone in a corner, and the melody caught your ear. You came down and stood at my cottage door.

Masters are many in your hall, and songs are sung there at all hours. But the simple carol of this novice struck at your love. One plaintive little strain mingled with the great music of the world, and with a flower for a prize you came down and stopped at my cottage door.

## ৫০

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্ন-সম
লাগতেছিল চক্ষে মম—
কী বিচিত্র শোভা তোমার,
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম,
এ কোন্ মহারাজ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুই ধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি

I had gone a-begging from door to door in the village path, when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream and I wondered who was this King of all kings!

My hopes rose high and methought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust.

The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden thou didst hold out thy right hand and say 'What hast thou to give to me?'

Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg!

I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee.

But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had the heart to give thee my all.

তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ,
'আমায় দাও গো কিছু'!
শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কী-বা অভাব আছে
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি— এ কী!
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।

কলিকাতা
৮ চৈত্র ১৩১২
খেয়া : কৃপণ

৫১

তখন রাত্রি আঁধার হল,
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হল রাতের মতো,
দু-এক জনে বলেছিল,
‘আসবে মহারাজ।’
আমরা হেসে বলেছিলেম,
‘আসবে না কেউ আজ।’

দ্বারে যেন আঘাত হল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম,
‘বাতাস বুঝি হবে।’
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দু-এক জনে বলেছিল,
‘দূত এল-বা তবে।’
আমরা হেসে বলেছিলেম,
‘বাতাস বুঝি হবে।’

নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি

কাঁপল ধরা থরহরি,
দু-এক জনে বলেছিল,
‘চাকার ঝনঝনি।’
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা,
‘মেঘের গরজনি।’

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে, ‘জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরি।’
বক্ষ ’পরে দু হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দু-এক জনে কহে কানে,
‘রাজার ধ্বজা হেরি।’
আমরা জেগে উঠে বলি,
‘আর তবে নয় দেরি।’

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দু-এক জনে কহে কানে,
‘বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্যঘরে
করো অভ্যর্থন।’

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা, শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

কলিকাতা
২৮ শ্রাবণ ১৩১২
খেয়া : আগমন

## 51

The night darkened. Our day's works had been done. We thought that the last guest had arrived for the night and the doors in the village were all shut. Only some said the king was to come. We laughed and said 'No, it cannot be!'

It seemed there were knocks at the door and we said it was nothing but the wind. We put out the lamps and lay down to sleep. Only some said, 'It is the messenger!' We laughed and said 'No, it must be the wind!'

There came a sound in the dead of the night. We sleepily thought it was the distant thunder. The earth shook, the walls rocked, and it troubled us in our sleep. Only some said it was the sound of wheels. We said in a drowsy murmur, 'No, it must be the rumbling of clouds!'

The night was still dark when the drum sounded. The voice came 'Wake up! delay not!' We pressed our hands on our hearts and shuddered with fear. Some said, 'Lo, there is the king's flag!' We stood up on our feet and cried 'There is no time for delay!'

The king has come—but where are lights, where are wreaths? Where is the throne to seat him? Oh, shame! Oh utter shame! Where is the hall, the decorations? Someone has said, 'Vain is this cry! Greet him with empty hands, lead him into thy rooms all bare!'

Open the doors, let the conch-shells be sounded! in the depth of the night has come the king of our dark, dreary house. The thunder roars in the sky. The darkness shudders with lightning. Bring out thy tattered piece of mat and spread it in the courtyard. With the storm has come of a sudden our king of the fearful night.

## ৫২

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব,
চাই নি সাহস করে—
সন্ধেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—
আমি চাই নি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারে যাবে চলে
ছিন্ন মালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে।
এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
'কী পেলি তুই নারী'।
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
এ কী তোমার দান।

কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো, এ কী তোমার দান।
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে।
রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরান-ময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ।
নাই-বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করব না আর সাজ।

ধুলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

গিরিডি
২৬ ভাদ্র ১৩১২
খেয়া : দান

## 52

I thought I should ask of thee—but I dared not—the rose wreath thou hadst on thy neck. Thus I waited for the morning, when thou didst depart, to find a few fragments on the bed. And like a beggar I searched in the dawn only for a stray petal or two.

Ah me, what is it I find? What token left of thy love? It is no flower, no spices, no vase of perfumed water. It is thy mighty sword, flashing as a flame, heavy as a bolt of thunder. The young light of morning comes through the window and spreads itself upon thy bed. The morning bird twitters and asks, 'Woman, what hast thou got?' No, it is no flower, nor spices, nor vase of perfumed water—it is thy dreadful sword.

I sit and muse in wonder, what gift is this of thine. I can find no place where to hide it. I am ashamed to wear it, frail as I am, and it hurts me when press it to my bosom. Yet shall I bear in my heart this honour of the burden of pain, this gift of thine.

From now there shall be no fear left for me in this world, and thou shalt be victorious in all my strife. Thou hast left death for my companion and I shall crown him with my life. Thy sword is with me to cut asunder my bonds, and there shall be no fear left for me in the world.

From now I leave off all petty decorations. Lord of my heart, no more shall there be for me waiting and weeping in corner, no more coyness and sweetness of demeanour. Thou hast given me thy sword for adornment. No more doll's decorations for me!

৫৩

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা —
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত —
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

The Heath
2 Holford Road
Hampstead
২৫ জুন ১৯১২
গীতিমাল্য ৩০

Beautiful is thy wristlet, decked with stars and cunningly wrought in myriad-coloured jewels. But more beautiful to me thy sword with its curve of lightning like the outspread wings of the divine bird of Vishnu, perfectly poised in the angry red light of the sunset.

It quivers like the one last response of life in ecstasy of pain at the final stroke of death; it shines like the pure flame of being burning up earthly sense with one fierce flash.

Beautiful is thy wristlet, decked with starry gems; but thy sword, O lord of thunder, is wrought with uttermost beauty, terrible to behold or to think of.

৫৪

তোমার কাছে চাই নি কিছু,
জানাই নি মোর নাম—
তুমি যখন বিদায় নিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলেম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল,
'আয় গো, বেলা যায়।'
কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়।

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে—
'তৃষাকাতর পান্থ আমি' —
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাঁকে।

I asked nothing from thee; I uttered not my name to thine ear. When thou took'st thy leave I stood silent. I was alone by the well where the shadow of the tree fell aslant, and the women had gone home with their brown earthen pitchers full to the brim. They called me and shouted, 'Come with us, the morning is wearing on to noon.' But I languidly lingered awhile lost in the midst of vague musings.

I heard not thy steps as thou camest. Thine eyes were sad when they fell on me; thy voice was tired as thou spokest low—'Ah, I am a thirsty traveller.' I started up from my day-dreams and poured water from my jar on thy joined palms. The leaves rustled overhead; the cuckoo sang from the unseen dark, and perfume of *babla* flowers came from the bend of the road.

I stood speechless with shame when my name thou didst ask. Indeed, what had I done for thee to keep me in remembrance? But the memory that I could give water to thee to allay thy thirst will cling to my heart and enfold it in sweetness. The morning hour is late, the bird sings in weary notes, *neem* leaves rustle overhead and I sit and think and think.

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ,
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন্ কাজ।
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা—
আমি বসেই থাকি।

৯ চৈত্র ১৩১২
খেয়া : কুয়ার ধার

## ৫৫

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।
কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিস নে তারে ফাঁকি।
চিরজীবন দিস নে তারে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

প্রখর রবির তাপে
নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক চারি দিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।
মনের মাঝে চাহি
দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি।
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি
বাজবে তোরে ডাকি।
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

শিলাইদহ
২৭ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ১৮

Languor is upon your heart and the slumber is still on your eyes.

Has not the word come to you that the flower is reigning in splendour among thorns? Wake, oh awaken! let not the time pass in vain!

At the end of the stony path, in the country of virgin solitude, my friend is sitting all alone. Deceive him not. Wake, oh awaken!

What if the sky pants and trembles with the heat of the midday sun—what if the burning sand spreads its mantle of thirst—

Is there no joy in the deep of your heart? At every footfall of yours, will not the harp of the road break out in sweet music of pain?

৫৬

তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

জানিপুর | গোরাই
২৮ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১২১

Thus it is that thy joy in me is so full. Thus it is that thou hast come down to me. O thou lord of all heavens, where would be thy love if I were not?

Thou hast taken me as thy partner of all this wealth. In my heart is the endless play of thy delight. In my life thy will is ever taking shape.

And for this, thou who art the King of kings hast decked thyself in beauty to captivate my heart. And for this thy love loses itself in the love of thy lover, and there art thou seen in the perfect union of two.

## ৫৭

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

ভাদ্র ১৩১৮
অচলায়তন

## 57

Light, my light, the world-filling light, the eye-kissing light, heart- sweetening light!

Ah, the light dances, my darling, at the centre of my life; the light strikes, my darling, the chords of my love; the sky opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth.

The butterflies spread their sails on the sea of light. Lilies and jasmines surge up on the crest of the waves of light.

The light is shattered into gold on every cloud, my darling, and it scatters gems in profusion.

Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, and gladness without measure. The heaven's river has drowned its banks and the flood of joy is abroad.

৫৮

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে —
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে —
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্টহেসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখ-ব্যথার রক্তশতদলে,
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৩৪

Let all the strains of joy mingle in my last song—the joy that makes the earth flow over in the riotous excess of the grass, the joy that sets the twin brothers, life and death, dancing over the wide world, the joy that sweeps in with the tempest, shaking and waking all life with laughter, the joy that sits still with its tears on the open red lotus of pain, and the joy that throws everything it has upon the dust, and knows not a word.

৫৯

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-’পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৩০

## 59

Yes, I know, this is nothing but thy love, O beloved of my heart— this golden light that dances upon the leaves, these idle clouds sailing across the sky, this passing breeze leaving its coolness upon my forehead.

The morning light has flooded my eyes—this is thy message to my heart. Thy face is bent from above, thy eyes look down on my eyes, and my heart has touched thy feet.

## ৬০

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার ’পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল —
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-’পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা।

## 60

On the seashore of endless worlds children meet. The infinite sky is motionless overhead and the restless water is boisterous. On the seashore of endless worlds the children meet with shouts and dances.

They build their houses with sand and they play with empty shells. With withered leaves they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. Children have their play on the seashore of worlds.

They know not how to swim, they know not how to cast nets. Pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, while children gather pebbles and scatter them again. they seek not for hidden treasures, they know not how to cast nets.

The sea surges up with laughter and pale gleams the smile of the sea beach. Death-dealing waves sing meaningless ballads to the children, even like a mother while rocking her baby's cradle. The sea plays with children, and pale gleams the smile of the sea beach.

On the seashore of endless worlds children meet. Tempest roams in the pathless sky, ships get wrecked in the trackless water, death is abroad and children play. On the seashore of endless worlds is the great meeting of children.

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

আলমোড়া
৬ ভাদ্র ১৩১০
শিশু : ভূমিকা

## ৬১

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল-তাপ-নাশা —
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা —
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা।

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে —
কোন্ দেশে যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশিরশুচি ভোরে —
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে।

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা —
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মুরছি ছিল

61

The sleep that flits on baby's eyes—does anybody know from where it comes? Yes, there is a rumour that it has its dwelling where, in the fairy village among shadows of the forest dimly lit with glow- worms, there hang two timid buds of enchantment. From there it comes to kiss baby's eyes.

The smile that flickers on baby's lips when he sleeps—does anybody know where it was born? Yes, there is a rumour that a young pale beam of a crescent moon touched the edge of a vanishing autumn cloud, and there the smile was first born in the dream of a dew-washed morning—the smile that flickers on baby's lips when he sleeps.

The sweet, soft freshness that blooms on baby's limbs—does anybody know where it was hidden so long? Yes, when the mother was a young girl it lay pervading her heart in tender and silent mystery of love—the sweet, soft freshness that has bloomed on baby's limbs.

কহে নি কোনো কথা —
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা।

আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে —
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে —
আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।

এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি —
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি।
হিরণময় কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি —
এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি।

আলমোড়া
শ্রাবণ ১৩১০
শিশু : খোকা

## ৬২

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে,
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজমনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

১৩১০
শিশু : কেন মধুর

## 62

When I bring to you coloured toys, my child, I understand why there is such a play of colours on clouds, on water, and why flowers are painted in tints—when I give coloured toys to you, my child.

When I sing to make you dance I truly know why there is music in leaves, and why waves send their chorus of voices to the heart of the listening earth—when I sing to make you dance.

When I bring sweet things to your greedy hands I know why there is honey in the cup of the flower and why fruits are secretly filled with sweet juice—when I bring sweet things to your greedy hands.

When I kiss your face to make you smile, my darling, I surely understand what pleasure streams from the sky in morning light, and what delight that is that is which the summer breeze brings to my body—when I kiss you to make you smile.

## ৬৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই —
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই তবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর;
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

১৩১৩
গীতাঞ্জলি ৩

Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger.

I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed shelter; I forget that there abides the old in the new, and that there also thou abidest.

Through birth and death, in this world or in others, wherever thou leadest me it is thou, the same, the one companion of my endless life who ever linkest my heart with bonds of joy to the unfamiliar.

When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many.

৬৪

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
‘একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।’
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক-তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, ‘ভাসিয়ে দেব আলো,
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।’
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
‘তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।’
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক-তরে রইল চেয়ে ভুলে।
সে কহিল, ‘আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।’
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

## 64

On the slope of the desolate river among tall grasses I asked her, 'Maiden, where do you go shading your lamp with your mantle? My house is all dark and lonesome—lend me your light!' she raised her dark eyes for a moment and looked at my face through the dusk. 'I have come to the river,' she said, 'to float my lamp on the stream when the daylight wanes in the west.' I stood alone among tall grasses and watched the timid flame of her lamp uselessly drifting in the tide.

In the silence of gathering night I asked her, 'Maiden, your lights are all lit—then where do you go with your lamp? My house is all dark and lonesome—lend me your light.' She raised her dark eyes on my face and stood for a moment doubtful. 'I have come,' she said at last, 'to dedicate my lamp to the sky.' I stood and watched her light uselessly burning in the void.

In the moonless gloom of midnight I asked her, 'Maiden, what is your quest, holding the lamp near your heart? My house is all dark and lonesome—lend me your light.' She stopped for a minute and thought and gazed at my face in the dark. 'I have brought my light,' she said, 'to join the carnival of lamps.' I stood and watched her little lamp uselessly lost among lights.

অমাবস্যা আঁধার দুই-পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,
‘ওগো, তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।’

অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
সে কহিল, ‘এনেছি এই আলো,
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।’
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩১২
খেয়া : অনাবশ্যক

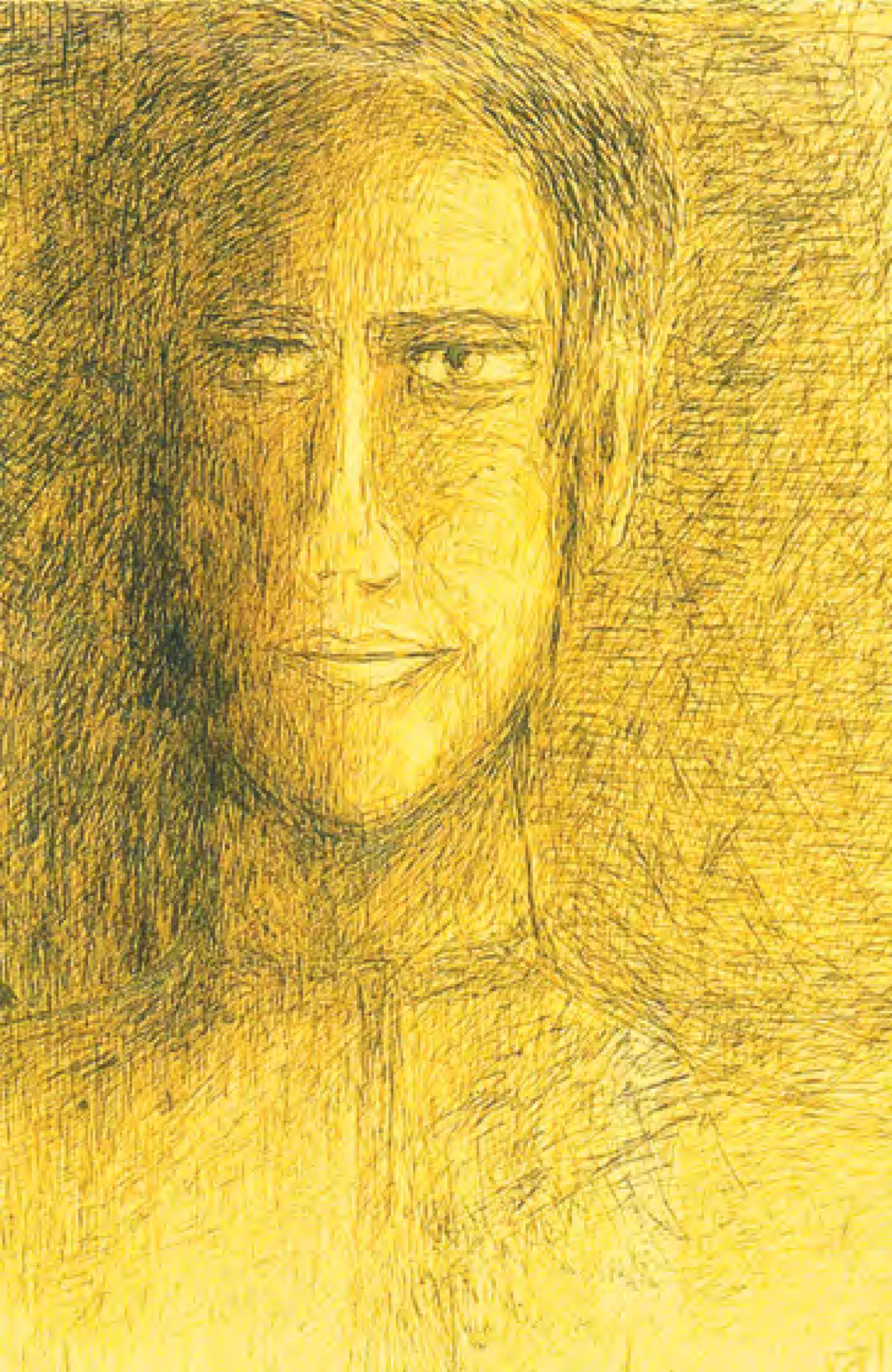

## ৬৫

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১০১

## 65

What divine drink wouldst thou have, my God, from this overflowing cup of my life?

My poet, is it thy delight to see thy creation through my eyes and to stand at the portals of my ears silently to listen to thine own eternal harmony?

Thy world is weaving words in my mind and thy joy is adding music to them. Thou givest thyself to me in love and then feelest thine own entire sweetness in me.

## ৬৬

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।
কথা তারে শেষ করে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।
কী নিভৃতে চুপে চুপে
মোহন নবীনরূপে
নিখিল নয়ন হতে
ঢাকা ছিল, সখা, সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।
ভ্রমেছি তাহারে লয়ে
দেশে দেশে ফিরিয়া,
জীবনে যা ভাঙাগড়া
সবি তারে ঘিরিয়া।
সব ভাবে সব কাজে
আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে

## 66

She who ever had remained in the depth of my being, in the twilight of gleams and of glimpses; she who never opened her veils in the morning light, will be my last gift to thee, my God, folded in my final song.

Words have wooed yet failed to win her; persuasion has stretched to her its eager arms in vain.

I have roamed from country to country keeping her in the core of my heart, and around her have risen and fallen the growth and decay of my life.

Over my thoughts and actions, my slumbers and dreams, she reigned yet dwelled alone and apart.

Many a man knocked at my door and asked for her and turned away in despair.

There was none in the world who ever saw her face to face, and she remained in her loneliness waiting for thy recognition.

তবু ছিল একা সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত লোকে
চেয়েছিল উহারে,
বৃথা ফিরে গেছে তারা
বাহিরের দুয়ারে।
আর কেহ বুঝিবে না,
তোমা-সাথে হবে চেনা
সেই আশা লয়ে ছিল
আপনারি আকাশে,
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

২৪ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৪৯

## ৬৭

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা ঊষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ,
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই — নাই নাই বাণী।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৮১

## 67

Thou art the sky and thou art the nest as well.

O thou beautiful, there in the nest is thy love that encloses the soul with colours and sounds and odours.

There comes the morning with the golden basket in her right hand bearing the wreath of beauty, silently to crown the earth.

And there comes the evening over the lonely meadows deserted by herds, through trackless paths, carrying cool draughts of peace in her golden pitcher from the western ocean of rest.

But there, where spreads the infinite sky for the soul to take her flight in, reigns the stainless white radiance. There is no day nor night, nor form nor colour, and never, never a word.

৬৮

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কী আছে কী চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি,
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে।

নব নব রূপে বরনে বরনে ভরি
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরি।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, নাই বাস তারে ভালো,
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে।

The Heath
[2] Holford Road
Hampstead
২৩ জুন ১৯১২
গীতিমাল্য ২৯

## 68

Thy sunbeam comes upon this earth of mine with arms outstretched and stands at my door the livelong day to carry back to thy feet clouds made of my tears and sighs and songs.

With fond delight thou wrappest about thy starry breast that mantle of misty cloud, turning it into numberless shapes and folds and colouring it with hues everchanging.

It is so light and so fleeting, tender and tearful and dark, that is why thou lovest it, O thou spotless and serene. And that is why it may cover thy awful white light with its pathetic shadows.

৬৯

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে — বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যুসমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ২৬

The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures.

It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth in numberless blades of grass and breaks into tumultuous waves of leaves and flowers.

It is the same life that is rocked in the ocean-cradle of birth and of death, in ebb and in flow.

I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life. And my pride is from the life-throb of ages dancing in my blood this moment.

৭০

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই-বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরন গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

বোলপুর
১৮ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৩৬

## 70

Is it beyond thee to be glad with the gladness of this rhythm? to be tossed and lost and broken in the whirl of this fearful joy?

All things rush on, they stop not, they look not behind, no power can hold them back, they rush on.

Keeping steps with that restless, rapid music, seasons come dancing and pass away—colours, tunes, and perfumes pour in endless cascades in the abounding joy that scatters and gives up and dies every moment.

৭১

আমি আমায় করব বড়ো
এই তো তোমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপ্‌নারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

বিরহ-গান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি
কতই আশা-ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা—
এরি মাঝে আপ্‌নাকে যে
বাঁধা রেখে বসলে সেজে,
সোজা কিছু রাখলে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।

71

That I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance—such is thy *maya*.

Thou settest a barrier in thine own being and then callest thy severed self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me.

The poignant song is echoed through all the sky in many- coloured tears and smiles, alarms and hopes; waves rise up and sink again, dreams break and form. In me is thy own defeat of self.

This screen that thou hast raised is painted with innumerable figures with the brush of the night and the day. Behind it thy seat is woven in wondrous mysteries of curves, casting away all barren lines of straightness.

The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages pass with the hiding and seeking of thee and me.

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসায়
কাটে সকল বেলা।

শিলাইদহ
২৫ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ১৫

৭২

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।
সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩১৯
গীতিমাল্য ২২

He it is, the innermost one, who awakens my being with his deep hidden touches.

He it is who puts his enchantment upon these eyes and joyfully plays on the chords of my heart in varied cadence of pleasure and pain.

He it is who weaves the web of this *maya* in evanescent hues of gold and silver, blue and green, and lets peep out through the folds his feet, at whose touch I forget myself.

Days come and ages pass, and it is ever he who moves my heart in many a name, in many a guise, in many a rapture of joy and of sorrow.

৭৩

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৩০

## 73

Deliverance is not for me in renunciation. I feel the embrace of freedom in a thousand bonds of delight.

Thou ever pourest for me the fresh draught of thy wine of various colours and fragrance, filling this earthen vessel to the brim.

My world will light its hundred different lamps with thy flame and place them before the altar of thy temple.

No, I will never shut the doors of my senses. The delights of sight and hearing and touch will bear thy delight.

Yes, all my illusions will burn into illumination of joy, and all my desires ripen into fruits of love.

## ৭৪

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের ‘পরে
সেই ধ্বনিতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ,
উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ২৬

The day is no more, the shadow is upon the earth. It is time that I go to the stream to fill my pitcher.

The evening air is eager with the sad music of the water. Ah, it calls me out into the dusk. In the lonely lane there is no passer-by, the wind is up, the ripples are rampant in the river.

I know not if I shall come back home. I know not whom I shall chance to meet. There at the fording in the little boat the unknown man plays upon his lute.

৭৫

মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু,
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব কর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয় —
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।

কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমা-পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৪৪

75

Thy gifts to us mortals fulfil all our needs and yet run back to thee undiminished.

The river has its everyday work to do and hastens through fields and hamlets; yet its incessant stream winds towards the washing of thy feet.

The flower sweetens the air with its perfume; yet its last service is to offer itself to thee.

Thy worship does not impoverish the world.

From the words of the poet men take what meanings please them; yet their last meaning points to thee.

## ৭৬

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে —
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে
কর্মপারাবারপারে হে,
নিখিলজগৎজনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ১

## 76

Day after day, O lord of my life, shall I stand before thee face to face. With folded hands, O lord of all worlds, shall I stand before thee face to face.

Under thy great sky in solitude and silence, with humble heart shall I stand before thee face to face.

In this laborious world of thine, tumultuous with toil and with struggle, among hurrying crowds shall I stand before thee face to face.

And when my work shall be done in this world, O King of kings, alone and speechless shall I stand before thee face to face.

৭৭

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।

৫ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৯২

I know thee as my God and stand apart—I do not know thee as my own and come closer. I know thee as my father and bow before thy feet—I do not grasp thy hand as my friend's.

I stand not where thou comest down and ownest thyself as mine, there to clasp thee to my heart and take thee as my comrade.

Thou art the Brother amongst my brothers, but I heed them not, I divide not my earnings with them, thus sharing my all with thee.

In pleasure and in pain I stand not by the side of men, and thus stand by thee. I shrink to give up my life, and thus do not plunge into the great waters of life.

৭৮

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে।
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেব্‌তা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা, ‘কী আনন্দ!
এ কী পূর্ণ ছবি!
এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ,
গ্রহ চন্দ্র রবি!’

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে,
‘জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে!’
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে, ‘সেই তারাতেই
স্বর্গ হত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
সবার চেয়ে ভালো।’
সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে—

When the creation was new and all the stars shone in their first splendour, the gods held their assembly in the sky and sang 'Oh, the picture of perfection! the joy unalloyed!'

But one cried of a sudden—'It seems that somewhere there is a break in the chain of light and one of the stars has been lost.'

The golden string of their harp snapped, their song stopped, and they cried in dismay—'Yes, that lost star was the best, she was the glory of all heavens!'

From that day the search is unceasing for her, and the cry goes on from one to the other that in her the world has lost its one joy!

Only in the deepest silence of night the stars smile and whisper among themselves—'Vain is this seeking! unbroken perfection is over all!'

তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।

সবাই বলে, ‘সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।’
সবাই বলে, ‘সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই!’
শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
স্তব্ধ তারার দলে—
‘মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে’
নীরব হেসে বলে।

বোলপুর
১০ আষাঢ় ১৩১৩
খেয়া : হারাধন

## ৭৯

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের ’পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

If it is not my portion to meet thee in this my life then let me ever feel that I have missed thy sight—let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

As my days pass in the crowded market of this world and my hands grow full with the daily profits, let me ever feel that I have gained nothing—let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

When I sit by the roadside, tired and panting, when I spread my bed low in the dust, let me ever feel that the long journey is still before me—let me not forget a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

When my rooms have been decked out and the flutes sound and the laughter there is loud, let me ever feel that I have not invited thee to my house—let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ২৪

## ৮০

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগন-কোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প করে
তোমার পরশনি।
তোমা হতে পৃথক হয়ে
বৎসর মাস গনি।

ওগো, এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এমনি খেলা তব,
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা।
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্যবিচিত্রতা।
ওগো, আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে যাব

I am like a remnant of a cloud of autumn uselessly roaming in the sky, O my sun ever-glorious! Thy touch has not yet melted my vapour, making me one with thy light, and thus I count months and years separated from thee.

If this be thy wish and if this be thy play, then take this fleeting emptiness of mine, paint it with colours, gild it with gold, float it on the wanton wind and spread it in varied wonders.

And again when it shall be thy wish to end this play at night, I shall melt and vanish away in the dark, or it may be in a smile of the white morning, in a coolness of purity transparent.

অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে রবে কেবল
নির্মলতা শুভ্রশীতল,
রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাসবে চারি ধারে।
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিসাগরপারে।

শান্তিনিকেতন | বোলপুর
২০ পৌষ ১৩২১
খেয়া : লীলা

## ৮১

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ —
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্‌ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর
বীজে পরিণত গর্ভ।

আমি নিদ্রাতুর
আলস্য শয্যার ’পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ২৪

## 81

On many an idle day have I grieved over lost time. But it is never lost, my lord. Thou hast taken every moment of my life in thine own hands.

Hidden in the heart of things thou art nourishing seeds into sprouts, buds into blossoms, and ripening flowers into fruitfulness.

I was tired and sleeping on my idle bed and imagined all work had ceased. In the morning I woke up and found my garden full with wonders of flowers.

৮২

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা —
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলে; দেরি কারো নাহি সহে কভু।

আগে তাই সকলের সব সেবা, প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল —
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয় —
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৩৯

## 82

Time is endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes.

Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait.

Thy centuries follow each other perfecting a small wild flower.

We have no time to lose, and having no time we must scramble for our chances. We are too poor to be late.

And thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last.

At the end of the day I hasten in fear lest thy gate to be shut; but I find that yet there is time.

## ৮৩

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার !
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস —
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার।

১৩১৫ ?
গীতাঞ্জলি ১০

Mother, I shall weave a chain of pearls for thy neck with my tears of sorrow.

The stars have wrought their anklets of light to deck thy feet, but mine will hang upon thy breast.

Wealth and fame come from thee and it is for thee to give or to withhold them. But this my sorrow is absolutely mine own, and when I bring it to thee as my offering thou rewardest me with thy grace.

৮৪

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়,
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি
গীতাঞ্জলি ২৫

It is the pang of separation that spreads throughout the world and gives birth to shapes innumerable in the infinite sky.

It is this sorrow of separation that gazes in silence all nights from star to star and becomes lyric among rustling leaves in rainy darkness of July.

It is this overspreading pain that deepens into loves and desires, into sufferings and joy in human homes; and this it is that ever melts and flows in songs through my poet's heart.

## ৮৫

প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।
কোথায় বর্ম, অস্ত্র কোথায়,
ক্ষীণ দরিদ্র অতি অসহায়,
চারি দিক হতে এসেছে আঘাত
অনর্গল,
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল।

প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় লুকাল আবার
বিপুল বল।
ধনুশর অসি কোথা গেল খসি,
শান্তির হাসি উঠিল বিকশি;
চলে গেলে রাখি সারা জীবনের
সকল ফল,
প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল।

কলিকাতা
৩১ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১২৩

## 85

When the warriors came out first from their master's hall, where had they hid their power? Where were their armour and their arms?

They looked poor and helpless, and the arrows were showered upon them on the day they came out from their master's hall.

When the warriors marched back again to their master's hall where did they hide their power?

They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall.

## ৮৬

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।
আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

পূজিব তাহারে জোড়-কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে,
পূজিব তাহারে পরানের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,
শূন্যভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ১৮

Death, thy servant, is at my door. He has crossed the unknown sea and brought thy call to my home.

The night is dark and my heart is fearful—yet I will take up the lamp, open my gates and bow to him my welcome. It is thy messenger who stands at my door.

I will worship him with folded hands, and with tears, I will worship him placing at his feet the treasure of my heart.

He will go back with his errand done, leaving a dark shadow on my morning; and in my desolate home only my forlorn self will remain as my last offering to thee.

## ৮৭

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই—
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যা-গগনের তলে,
চাহিলাম তোমা-পানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া—
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া।
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস
বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

১৩০৯
স্মরণ ৫

## 87

In desperate hope I go and search for her in all the corners of my room; I find her not.

My house is small and what once has gone from it can never be regained.

But infinite is thy mansion, my lord, and seeking her I have come to thy door.

I stand under the golden canopy of thine evening sky and I lift my eager eyes to thy face.

I have come to the brink of eternity from which nothing can vanish—no hope, no happiness, no vision of a face seen through tears.

Oh, dip my emptied life into that ocean, plunge it into the deepest fullness. Let me for once feel that lost sweet touch in the allness of the universe.

## ৮৮

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
   বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
   তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর,
   ভাঙা দেউলের দেবতা!

   তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
   নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচেনি পূজার অর্ঘ্য,
   রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
   জনহীন ভাঙা ভবনে।

   পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন
   কার প্রসাদের ভিখারি!
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
   চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
   পূজাহীন তব পূজারি।

Deity of the ruined temple! The broken strings of Vina sing no more your praise. The bells in the evening proclaim not your time of worship. The air is still and silent about you.

In your desolate dwelling comes the vagrant spring breeze. It brings the tidings of flowers—the flowers that for your worship are offered no more.

Your worshipper of old wanders ever longing for favour still refused. In the eventide, when fires and shadows mingle with the gloom of dust, he wearily comes back to the ruined temple with hunger in his heart.

Many a festival day comes to you in silence, deity of the ruined temple. Many a night of worship goes away with lamp unlit.

Many new images are built by masters of cunning art and carried to the holy stream of oblivion when their time is come.

Only the deity of the ruined temple remains unworshipped in deathless neglect.

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।

বৈশাখ ১৩০৭
কল্পনা : ভগ্ন মন্দির

৮৯

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা
বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস-বেলার খেলার সাথি
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

শিলাইদহ
১৮ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ৮

89

No more noisy, loud words from me—such is my master's will. Henceforth I deal in whispers. The speech of my heart will be carried on in murmurings of a song.

Men hasten to the King's market. All the buyers and sellers are there. But I have my untimely leave in the middle of the day, in the thick of work.

Let then the flowers come out in my garden, though it is not their time; and let the midday bees strike up their lazy hum.

Full many an hour have I spent in the strife of the good and the evil, but now it is the pleasure of my playmate of the empty days to draw my heart on to him; and I know not why is this sudden call to what useless inconsequence!

৯০

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরানখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে —
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

কত শরৎ-বসন্ত-রাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে;
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।
যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে —
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১১৪

On the day when death will knock at thy door what wilt thou offer to him?

Oh, I will set before my guest the full vessel of my life—I will never let him go with empty hands.

All the sweet vintage of all my autumn days and summer nights, all the earnings and gleanings of my busy life will I place before him at the close of my days when death will knock at my door.

## ৯১

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা-কিছু মোর আশা।
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে,
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।

## 91

O thou the last fulfilment of life, Death, my death, come and whisper to me!

Day after day I have kept watch for thee; for thee have I borne the joys and pangs of life.

All that I am, that I have, that I hope and all my love have ever flowed towards thee in depth of secrecy. One final glance from thine eyes and my life will be ever thine own.

The flowers have been woven and the garland is ready for the bridegroom. After the wedding the bride shall leave her home and meet her lord alone in the solitude of night.

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই-বা আপন, কেই-বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১১৬

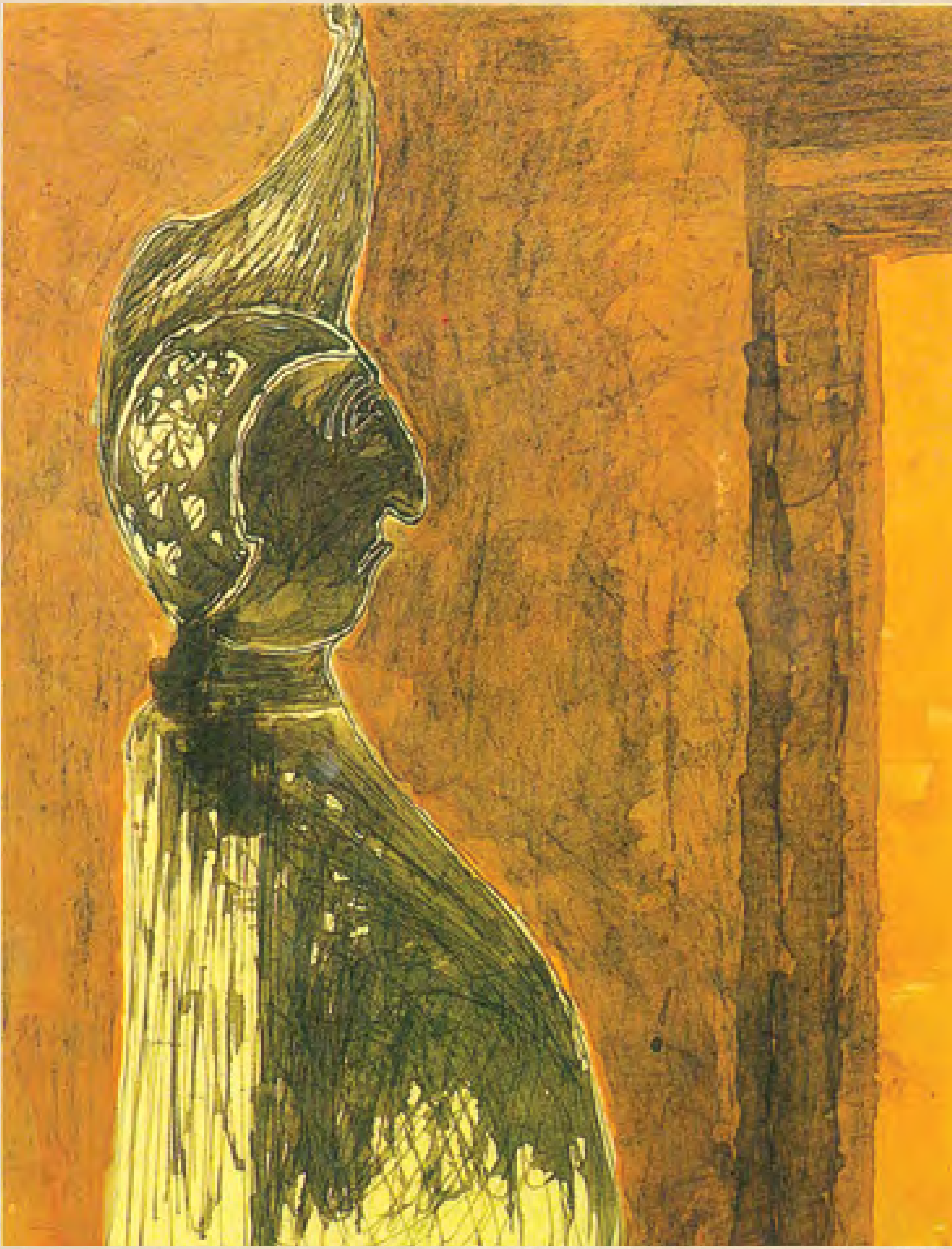

## ৯২

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন-’পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এইমত পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ-’পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলই দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ বলে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

১৮ চৈত্র ১৩০২
চৈতালি : দুর্লভ জন্ম

## 92

I know that the day will come when my sight of this earth shall be lost, and life will take its leave in silence, drawing the last curtain over my eyes.

Yet stars will watch at night, and morning rise as before, and hours heave like sea waves casting up pleasures and pains.

When I think of this end of my moments, the barrier of the moments breaks and I see by the light of death thy world with its careless treasures. Rare is its lowliest seat, rare is its meanest of lives.

Things that I longed for in vain and things that I got—let them pass. Let me but truly possess the things that I ever spurned and overlooked.

## ৯৩

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯
গীতিমাল্য ২৬

93

I have got my leave. Bid me farewell, my brothers! I bow to you all and take my departure.

Here I give back the keys of my door—and I give up all claims to my house. I only ask for last kind words from you.

We were neighbours for long, but I received more than I could give. Now the day has dawned and the lamp that lit my dark corner is out. A summons has come and I am ready for my journey.

৯৪

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা পরে যাব মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

শিলাইদহ
৩০ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ২১

94

At this time of my parting, wish me good luck, my friends! The sky is flushed with the dawn and my path lies beautiful.

Ask not what I have with me to take there. I start on my journey with empty hands and expectant heart.

I shall put on my wedding garland. Mine is not the red-brown dress of the traveller, and though there are dangers on the way I have no fear in mind.

The evening star will come out when my voyage is done and the plaintive notes of the twilight melodies be struck up from the King's gateway.

## ৯৫

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো ?

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা।
নিরখিনু সুখে-দুঃখে-খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মুরতি।

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

আষাঢ় ১৩০৮
নৈবেদ্য ৮৯

## 95

I was not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life.

What was the power that made me open out into this vast mystery like a bud in the forest at midnight!

When in the morning I looked upon the light I felt in a moment that I was no stranger in this world, that the inscrutable without name and form had taken me in its arms in the form of my own mother.

Even so, in death the same unknown will appear as ever known to me. And because I love this life, I know I shall love death as well.

The child cries out when from the right breast the mother takes it away, in the very next moment to find in the left one its consolation.

## ৯৬

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই —
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র-মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই —
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই —
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৪২

## 96

When I go from hence let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable.

I have tasted of the hidden honey of this lotus that expands on the ocean of light, and thus am I blessed—let this be my parting word.

In this playhouse of infinite forms I have had my play and here have I caught sight of him that is formless.

My whole body and my limbs have thrilled with his touch who is beyond touch; and if the end comes here, let it come—let this be my parting word.

## ৯৭

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ৬৮

97

When my play was with thee I never questioned who thou wert. I knew nor shyness nor fear, my life was boisterous.

In the early morning thou wouldst call me from my sleep like my own comrade and lead me running from glade to glade.

On those days I never cared to know the meaning of songs thou sangest to me. Only my voice took up the tunes, and my heart danced in their cadence.

Now, when the playtime is over, what is this sudden sight that is come upon me? The world with eyes bent upon thy feet stands in awe with all its silent stars.

৯৮

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯
গীতিমাল্য ২৪

I will deck thee with trophies, garlands of my defeat. It is never in my power to escape unconquered.

I surely know my pride will go to the wall, my life will burst its bonds in exceeding pain, and my empty heart will sob out in music like a hollow reed, and the stone will melt in tears.

I surely know the hundred petals of a lotus will not remain closed for ever and the secret recess of its honey will be bared.

From the blue sky an eye shall gaze upon me and summon me in silence. Nothing will be left for me, nothing whatever, and utter death shall I receive at thy feet.

## ৯৯

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।
ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস বসে
বসে থাক্ ভাগ্য মানি।

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে,
যখনি খুশি তোমার
নিয়ো সেই আসনখানি।

শিলাইদহ
১৯ চৈত্র ১৩১৮
গীতিমাল্য ৬

## 99

When I give up the helm I know that the time has come for thee to take it. What there is to do will be instantly done. Vain is this struggle.

Then take away your hands and silently put up with your defeat, my heart, and think it your good fortune to sit perfectly still where you are placed.

These my lamps are blown out at every little puff of wind, and trying to light them I forget all else again and again.

But I shall be wise this time and wait in the dark, spreading my mat on the floor; and whenever it is thy pleasure, my lord, come silently and take thy seat here.

## ১০০

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান সেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ৪৭

## 100

I dive down into the depth of the ocean of forms, hoping to gain the perfect pearl of the formless.

No more sailing from harbour to harbour with this my weather- beaten boat. The days are long passed when my sport was to be tossed on waves.

And now I am eager to die into the deathless.

Into the audience hall by the fathomless abyss where swells up the music of toneless strings I shall take this harp of my life.

I shall tune it to the notes of forever, and, when it has sobbed out its last utterance, lay down my silent harp at the feet of the silent.

## ১০১

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদ্‌গগনে।
বিচিত্র সুখদুখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এল
কোন্ ভবনে।

৯ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৩২

## 101

Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door, and with them have I felt about me, searching and touching my world.

It was my songs that taught me all the lessons I ever learnt; they showed me secret paths, they brought before my sight many a star on the horizon of my heart.

They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain, and, at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey?

১০২

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়
‘কে গো সে’, শুধায় তব পরিচয় —
‘কে গো সে।’
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, ‘কী জানি! কী জানি!’
তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে
কী দোষে।

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারি নি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে,
‘যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি।’
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, ‘অর্থ কী জানি!’
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি।

## 102

I boasted among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, ‘Who is he?’ I know not how to answer them. I say, ‘Indeed, I cannot tell.’ They blame me and they go away in scorn. And you sit there smiling.

I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, ‘Tell me all your meanings.’ I know not how to answer them. I say, ‘Ah, who knows what they mean!’ They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling.

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বলো তো
কেমনে বলি।
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যোৎস্নানিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল-তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে ধরা তুমি
দিলে কি!
কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো —
ধরা নাই দাও মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

১৩১০
উৎসর্গ ৬

## ১০৩

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।

ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুল ধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭
গীতাঞ্জলি ১৪৮

## 103

In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet.

Like a rain-cloud of July hung low with its burden of unshed showers let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee.

Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee.

Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee.